ষোড়শ অধ্যায়

কিভাবে পরীক্ষিৎ কলিযুগের সম্মুখীন হন

শ্লোক ১

সূত উবাচ

ততঃ পরীক্ষিদ্ দ্বিজবর্যশিক্ষয়া
মহীং মহাভাগবতঃ শশাস হ ।
যথা হি সূত্যামভিজাতকোবিদাঃ
সমাদিশন্ বিপ্র মহদ্‌গুণস্তথা ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **ততঃ**—তারপর; **পরীক্ষিৎ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দ্বিজ বর্য**—দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা; **শিক্ষয়া**—তাঁদের শিক্ষার দ্বারা; **মহীম্**—পৃথিবীকে; **মহাভাগবতঃ**—মহান্ ভগবদ্ভক্ত; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **হ**—অতীতে; **যথা**—তাঁরা যেভাবে বলেছিলেন; **হি**—অবশ্যই; **সূত্যাম্**—তাঁর জন্মের সময়; **অভিজাত-কোবিদাঃ**—জাতকর্ম অনুষ্ঠানে যাঁরা অত্যন্ত পারদর্শী জ্যোতিষী; **সমাদিশন্**—তাঁদের মতামত প্রদান করেছিলেন; **বিপ্র**—হে ব্রাহ্মণগণ; **মহদ্‌গুণঃ**—মহান্ গুণাবলী; **তথা**—সেই অনুসারে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, ভাগ্য গণনায় পারদর্শী পণ্ডিতেরা মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময় তাঁর যে সমস্ত মহদ্ গুণাবলীর কথা বলেছিলেন, কালক্রমে তিনি সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে একজন পরম ভাগবতরূপে এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময়, জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণেরা তাঁর কিছু গুণাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ কালক্রমে একজন

মহান্ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়ে সেই সমস্ত গুণাবলী বিকশিত করেছিলেন। মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে ভগবানের ভক্ত হওয়া, এবং তা হলে অনুশীলনযোগ্য সমস্ত সদ্‌গুণাবলী ধীরে ধীরে তার মধ্যে বিকশিত হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন এক মহাভাগবত, বা উত্তম অধিকারী ভগবদ্ভক্ত, যিনি কেবল ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর অপ্রাকৃত উপদেশাবলীর দ্বারা অন্যদেরও ভগবদ্ভক্তে পরিণত করতে পারতেন। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন উত্তম অধিকারী ভক্ত, এবং তিনি সব সময় মহান্ ঋষি এবং বিচক্ষণ ব্রাহ্মণদের উপদেশ গ্রহণ করতেন। তাঁদের সেই শাস্ত্রসম্মত উপদেশ অনুসারে তিনি রাজ্য শাসন করতেন।

এই ধরনের মহান্ রাজারা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনেতাদের থেকে অনেক বেশি দায়িত্বশীল ছিলেন, কারণ তাঁরা মহাজনদের কৃপাধন্য হয়ে তাঁদের বেদ বিহিত উপদেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করতেন। নিত্য নতুন আইন তৈরি করে এবং কোন উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে বার বার সেগুলির পরিবর্তন করবার জন্য মূর্খ অর্বাচীনদের দরকার হত না। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রমুখ মুক্তপ্রাণ মহর্ষিরা সমস্ত বিধিনিয়মাদির নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এবং সেগুলি সর্বকালের এবং সর্বদেশের উপযোগী। সুতরাং সেই সমস্ত বিধিনিয়মাদি সম্পূর্ণরূপে সুনির্দিষ্ট মানসম্পন্ন এবং অভ্রান্ত।

মহারাজ পরীক্ষিতের মতো রাজাদের মন্ত্রীমণ্ডলী এবং সভাসদেরা ছিলেন মহান্ ঋষিবর্গ অথবা সর্বোত্তম ব্রাহ্মণগণ। তাঁরা কোন বেতন নিতেন না, এবং তাঁদের এই ধরনের বেতনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। রাষ্ট্র বিনা খরচে তাঁদের কাছ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ লাভ করত । তাঁরা সকলেই ছিলেন সমদর্শী, তাঁরা মানুষ এবং পশু উভয়ের প্রতি সমভাবাপন্ন ছিলেন। মানুষকে রক্ষা করে নিরীহ পশুদের হত্যা করার নির্দেশ তাঁরা রাজাকে দিতেন না।

এই ধরনের সভাসদেরা মূর্খ ছিলেন না অথবা মূর্খদের স্বর্গরচনাকারীদের প্রতিনিধি ছিলেন না। তাঁরা সকলেই ছিলেন আত্মতত্ত্ববেত্তা, এবং তাঁরা জানতেন কিভাবে রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রজা এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সুখী হতে পারে। তাঁরা *"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"* —এই প্রকার ভোগপরায়ণ মতবাদের প্রচারকারী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই দার্শনিক, এবং তাঁরা মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত ছিলেন।

এই সব কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সচেতন থেকে রাজার মন্ত্রীমণ্ডলী রাজাকে যথাযথভাবে পথনির্দেশ দিতেন, এবং ভগবদ্ভক্ত রাজা বা রাষ্ট্রনেতা রাষ্ট্রের যথার্থ কল্যাণ সাধনের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেই সমস্ত নির্দেশ পালন করতেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির বা মহারাজ পরীক্ষিতের সময়ে রাষ্ট্র ছিল প্রকৃত কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র, কারণ সেই রাষ্ট্রে মানুষ অথবা পশু কেউই অসুখী ছিল না। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন পৃথিবীর কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের এক আদর্শ রাজা।

শ্লোক ২

স উত্তরস্য তনয়ামুপযেম ইরাবতীম্ ।
জনমেজয়াদীংশ্চতুরস্তস্যামুৎপাদয়ৎ সুতান্ ॥ ২ ॥

সঃ—তিনি; **উত্তরস্য**—মহারাজ উত্তরের; **তনয়াম্**—কন্যাকে; **উপমেয়**—বিবাহ করেছিলেন; **ইরাবতীম্**—ইরাবতী নামক; **জনমেজয়াদীন**—মহারাজ জনমেজয় আদি; **চতুরঃ**—চার; **তস্যাম্**—তাঁর; **উৎপাদয়ৎ**—উৎপন্ন করেছিলেন; **সুতান্**—পুত্রাদি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ উত্তর নৃপতির কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করেছিলেন, এবং সেই ইরাবতীর গর্ভে জনমেজয়াদি চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল।

তাৎপর্য

মহারাজ উত্তর ছিলেন বিরাটের পুত্র এবং মহারাজ পরীক্ষিতের মাতুল। সেই সূত্রে মহারাজ উত্তরের কন্যা ইরাবতী ছিলেন মহারাজ পরীক্ষিতের মামাতো ভগিনী, তবে এক গোত্র না হলে মামাতো পিসতুতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহ শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে। বৈদিক বিবাহ প্রথায়, গোত্র বা বংশে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্জুনও সুভদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন, যদিও সুভদ্রা ছিলেন তাঁর মামাতো বোন।

জনমেজয় ঃ মহারাজ পরীক্ষিতের বিখ্যাত পুত্র এবং একজন রাজর্ষি। তাঁর মায়ের নাম ছিল ইরাবতী, বা অন্য মতে মাদ্রবতী। মহারাজ জনমেজয়ের দুই পুত্র জ্ঞাতানীক এবং শঙ্খকর্ণ। তিনি কুরুক্ষেত্রের পবিত্র তীর্থে বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর তিনজন কনিষ্ঠ ভায়ের নাম শ্রুতসেন, উগ্রসেন এবং দ্বিতীয় ভীমসেন। তিনি তক্ষশীলা (অজন্তা) আক্রমণ করেছিলেন এবং তক্ষকের দংশনে তাঁর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধের নিমিত্ত তিনি তক্ষকসহ সমস্ত সর্পকুল বিনাশ করার উদ্দেশ্যে সর্প যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। বহু প্রভাবশালী দেবতা এবং ঋষিদের অনুরোধে তিনি এই সর্প নিধন যজ্ঞ বন্ধ করেন, কিন্তু যজ্ঞ বন্ধ করলেও তিনি যজ্ঞে সমবেত সকলকেই যথাযথভাবে পুরস্কৃত করে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

সেই অনুষ্ঠানে মহামুনি ব্যাসদেবও উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং মহারাজের সম্মুখে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করেন। পরে ব্যাসদেবের নির্দেশে তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন রাজার কাছে মহাভারতের কাহিনী বর্ণনা করেন।

তাঁর পিতার অকালমৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং পুনরায় তাঁকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হন। তাঁর সেই বাসনা মহামুনি ব্যাসদেবের কাছে ব্যক্ত করলে, ব্যাসদেব তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করেন। তাঁর পিতা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন, এবং তিনি তাঁর পিতা ও ব্যাসদেব উভয়কে গভীর শ্রদ্ধা এবং আড়ম্বর সহকারে পূজা করেন। সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে তিনি অত্যন্ত উদারতা সহকারে সেই যজ্ঞে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন।

শ্লোক ৩

আজহারাশ্বমেধাংস্ত্রীন্ গঙ্গায়াং ভূরিদক্ষিণান্ ।
শারদ্বতং গুরুং কৃত্বা দেবা যত্রাক্ষিগোচরাঃ ॥ ৩ ॥

আজহার—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **অশ্বমেধান্**—অশ্বমেধ যজ্ঞ; **ত্রিন**—তিন; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **ভূরি**—যথেষ্টভাবে; **দক্ষিণান্**—দক্ষিণা দান করেছিলেন; **শারদ্বতম্**—কৃপাচার্যকে; **গুরুম্**—গুরুরূপে; **কৃত্বা**—বরণ করে; **দেবাঃ**—দেবতাদের; **যত্র**—যেখানে; **অক্ষি**—চক্ষু; **গোচরাঃ**—পথে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃপাচার্যকে গুরুরূপে বরণ করে গঙ্গার তীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি প্রচুর দক্ষিণা দান করেছিলেন এবং এই যজ্ঞে সাধারণ মানুষেরাও স্বর্গের দেবতাদের দর্শন করতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের পক্ষে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করা খুবই সহজ। পরাক্রমশালী রাজা-মহারাজা কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে যোগদান করার জন্য স্বর্গের দেবতাদের এই পৃথিবীতে আসার বহু বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে রয়েছে। এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে, মহারাজ পরীক্ষিতের অশ্বমেধ যজ্ঞে সাধারণ মানুষেরাও স্বর্গের দেবতাদের দেখতে পেয়েছিলেন।

স্বর্গের দেবতারা সচরাচর সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হন না, ঠিক যেমন ভগবান সকলের গোচরীভূত নন। কিন্তু ভগবান যেমন তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই পৃথিবীতে অবতরণ করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হন, তেমনই স্বর্গের দেবতারাও তাঁদের স্বীয় কৃপাবশে সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হয়েছিলেন। যদিও স্বর্গের দেবতারা পৃথিবীর অধিবাসীদের চর্মচক্ষে প্রকাশিত হন না, কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের প্রভাবে দেবতারা দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হয়েছিলেন।

মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে, এই সমস্ত যজ্ঞে রাজারা তেমনই উদারভাবে দান করতেন। মেঘ হচ্ছে জলেরই রূপান্তর, অথবা বলা যায় যে, পৃথিবীর জলই মেঘে পরিণত হয়। তেমনই, রাজারা প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে এই ধরনের যজ্ঞে তা দান করতেন। বৃষ্টি যেমন অঝোর ধারায় ঝরে এবং তখন মনে হয় যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত বারিবর্ষণ হচ্ছে, তেমনই রাজারা যে দান করতেন, তা নাগরিকদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলেই মনে হত। তৃপ্ত নাগরিকেরা কখনও রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না, এবং তাই তখনকার দিনে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন করার প্রয়োজন হত না।

মহারাজ পরীক্ষিতের মতো রাজাকেও সদ্‌গুরুর নির্দেশ গ্রহণ করার প্রয়োজন হত। এইভাবে পরিচালিত না হলে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করা যায় না। গুরুকে অবশ্যই সদ্‌গুরু হতে হয়, এবং আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভেচ্ছু মানুষকে প্রকৃত সাফল্য লাভের জন্য অবশ্যই সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

শ্লোক ৪

নিজগ্রাহৌজসা বীরঃ কলিং দিগ্বিজয়ে ক্বচিৎ ।
নৃপলিঙ্গধরং শূদ্রং ঘ্নন্তং গোমিথুনং পদা ॥ ৪ ॥

নিজগ্রাহ্—যথেষ্টভাবে দণ্ড দান করে; **ওজসা**—স্বীয় শক্তির দ্বারা; **বীরঃ**—মহাবীর; **কলিম্**—কলিকে; **দিগ্বিজয়ে**—পৃথিবী জয় করার সময়; **ক্বচিৎ**—কোনও এক সময়; **নৃপলিঙ্গধরম্**—রাজবেশধারী; **শূদ্রম্**—শূদ্রকে; **ঘ্নন্তম্**—আঘাতকারী; **গোমিথুনম্**—গাভী এবং বৃষকে; **পদা**—পায়ে।

অনুবাদ

এক সময়, মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান রাজবেশধারী এক শূদ্রাধম, কলি, একটি গাভী এবং একটি বৃষকে পায়ে আঘাত করছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে উপযুক্ত দণ্ড দান করতে উদ্যত হন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজের মহিমা প্রচার করার জন্য পৃথিবী জয় করতে বেরোননি। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পর পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছিলেন, অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার জন্য নয়। তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর সম্রাট, এবং সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ইতিমধ্যেই তাঁর অধীনস্থ হয়েছিল। তিনি বেরিয়েছিলেন ভগবানকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রগুলি পরিচালিত হচ্ছে কি না তা দেখবার উদ্দেশ্যে। ভগবানের প্রতিনিধি হওয়ার ফলে রাজার কর্তব্য হচ্ছে যথাযথভাবে ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদন করা। তাঁর কার্যকলাপে স্বীয় মহিমা প্রচারের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন দেখলেন যে, রাজবেশ পরিহিত একটি শূদ্র একটি গাভী এবং একটি বৃষের পায়ে আঘাত করছে, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে বন্দী করে দণ্ড প্রদান করেন। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পশু গাভীকে নির্যাতন করা হলে রাজা কখনই তা সহ্য করতে পারেন না, তেমনি সমাজের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ব্রাহ্মণদের প্রতি অশ্রদ্ধা তিনি কখনই সহ্য করতে পারেন না।

মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রগতি সাধন করা, এবং তা করতে হলে গো-রক্ষা অবশ্য কর্তব্য।

দুধ একটি অলৌকিক খাদ্য, কারণ তাতে মানব দেহের প্রয়োজনীয় সব ক'টি ভিটামিন রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রগতি হয় তখনই, যখন মানুষ সত্ত্ব গুণে বিকশিত হওয়ার শিক্ষালাভ করে, এবং সেই জন্য দুধ, ফল এবং শস্যজাত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে অধিক। একজন রাজবেশধারী কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রকে মানব সমাজের সব চেয়ে হিতকারী পশু গাভীকে নির্যাতন করতে দেখে পরীক্ষিৎ মহারাজ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন।

কলিযুগ মানেই হচ্ছে অরাজকতা এবং কলহ, আর এই অরাজকতা এবং কলহের মূল কারণ হচ্ছে নিম্ন শ্রেণীর নিষ্কর্মা মানুষেরা, যাদের কোন রকম উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নেই, তারা রাষ্ট্রের কর্ণধারের ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়ে এই ধরনের মানুষেরা সর্বপ্রথমে গাভী এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে আঘাত করে, এবং তার ফলে সমগ্র সমাজ নরকগামী হয়। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত মহারাজ পরীক্ষিৎ এই পৃথিবীর সমস্ত কলহের মূল কারণ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি সেই কারণটি অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

শৌনক উবাচ

কস্য হেতোর্নিজগ্রাহ কলিং দিগ্বিজয়ে নৃপঃ ।
নৃদেবচিহ্নধৃক্ শূদ্রকোঽসৌ গাং যঃ পদাহনৎ
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্ ॥ ৫ ॥

শৌনকঃ উবাচ—শৌনক ঋষি বললেন; **কস্য**—কিসের; **হেতোঃ**—জন্য; **নিজগ্রাহ**—যথেষ্ট দণ্ড দান করেছিলেন; **কলিম্**—এই যুগের অধ্যক্ষ কলিকে; **দিগ্বিজয়ে**—পৃথিবী ভ্রমণকালে; **নৃপঃ**—রাজা; **নৃদেব**—রাজপুরুষ; **চিহ্নধৃক্**—বেশধারণকারী; **শূদ্রকঃ**—শূদ্রাধমকে; **অসৌ**—সে; **গাম্**—গাভী; **যঃ**—যে; **পদা অহনৎ**—পায়ে আঘাত করেছিল; **তৎ**—সেই সমস্ত; **কথ্যতাম্**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **মহাভাগ**—হে মহাসৌভাগ্যশালী; **যদি**—যদি; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; **কথাশ্রয়ম্**—তাঁর সম্বন্ধীয় বিষয়।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন—সেই শূদ্রাধম রাজবেশ ধারণ করে গাভীকে তার পদাঘাত করা সত্ত্বেও, মহারাজ পরীক্ষিৎ কেন তাঁকে কেবলই সামান্য দণ্ড দান করেছিলেন? এই সমস্ত ঘটনা যদি কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় হয়, তা হলে দয়া করে আপনি আমাদের কাছে তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

পুণ্যবান মহারাজ পরীক্ষিৎ যে সেই দুষ্কৃতকারীকে হত্যা না করে কেবল দণ্ড দান করেছিলেন, সেই কথা শুনে শৌনক প্রমুখ ঋষিরা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, অপরাধী রাজবেশ ধারণ করে জনসাধারণকে প্রতারণা করতে চায় এবং সব চেয়ে পবিত্র পশু গাভীকে অপমান করতে সাহস করে। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো পুণ্যবান রাজাদের কর্তব্য সেই অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা।

তখনকার দিনের ঋষিরা কল্পনাও করতে পারতেন না যে, কলিযুগের প্রভাবে শূদ্রাধমেরা দেশনেতার পদে নির্বাচিত হবে এবং গোহত্যা করার জন্য কসাইখানা খুলবে। এক প্রতারক এবং গাভী নির্যাতনকারী শূদ্রকের কথা শুনতে মহর্ষিদের মোটেই আগ্রহ ছিল না। সেই ঘটনার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে কোন যোগাযোগ

ছিল কি না, তাঁরা তা জানতে চেয়েছিলেন। তাঁরা কেবল শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কথা শুনতেই আগ্রহী ছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত কথাই কেবল শ্রবণীয়। শ্রীমদ্ভাগবতে সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক বিষয় ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু সে-সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় এবং তাই সেগুলি শ্রবণযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে সব কিছুই, তা যাই হোক না কেন, পবিত্র হয়ে যায়। এই জড় জগতে প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে সব কিছুই কলুষিত। তবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পবিত্রকারী মাধ্যম।

শ্লোক ৬

অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্ ।
কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ ॥ ৬ ॥

অথবা—অন্যথা; **অস্য**—তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের); **পদাম্ভোজ**—শ্রীপাদপদ্ম; **মকরন্দলিহাম্**—যাঁরা পদ্মের মধু লেহন করেন তাঁদের; **সতাম্**—যাঁদের অস্তিত্ব নিত্য তাঁদের; **কিমন্যৈঃ**—অন্য কিছুর কি প্রয়োজন; **অসৎ**—মায়িক; **আলাপৈঃ**—বিষয়াদি; **আয়ুষঃ**—আয়ু; **যৎ**—যা; **অসদ্ব্যয়ঃ**—জীবনের অনর্থক অপচয়।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু লেহনকারী। যে সমস্ত বিষয় কেবল মানুষের মূল্যবান জীবনের অপচয় করে, সেই সমস্ত বিষয়ের কি প্রয়োজন?

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তেরা উভয়েই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; তাই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত উভয়ের কথাই সমভাবে মঙ্গলময়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল রাজনীতি এবং কূটনীতিতে পূর্ণ, কিন্তু যেহেতু তা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* সারা পৃথিবী জুড়ে সম্মানের সঙ্গে আদৃত হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয় বিষয়ীদের কাছে জড়বাদী বিষয় বলে মনে হলেও সেগুলি বর্জন করা উচিত নয়। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত শুদ্ধ ভক্তের কাছে এই সমস্ত জড় বিষয়ও ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে চিন্ময় হয়ে ওঠে।

আমরা পাণ্ডবদের কাহিনী শ্রবণ করেছি, এবং এখন আমরা মহারাজ পরীক্ষিতের কাহিনী আলোচনা করছি, কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত বিষয়ই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত, তাই সেগুলি চিন্ময়, এবং তা শ্রবণ করতে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা অত্যন্ত আগ্রহী। ভীষ্মদেবের প্রার্থনা আলোচনাকালে সেকথা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

আমাদের আয়ু খুব বেশি নয়, এবং কখন যে সব কিছু ত্যাগ করে পরবর্তী স্তরে যাওয়ার আদেশ আসবে, সেই সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কবিহীন বিষয়ে যাতে আমাদের জীবনের একটি মুহূর্তেরও অপচয় না হয়, সেই সম্পর্কে সচেতন থাকা আমাদের কর্তব্য। যে কোন বিষয়ে, তা সে যতই শুনতে ভাল লাগুক, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে তা শ্রবণযোগ্য নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম গোলোক বৃন্দাবনের আকৃতি একটি পদ্মের কোরকের মতো। ভগবান যখনই এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখনই তাঁর সঙ্গে তাঁর ধামও যথাযথরূপে প্রকাশিত হন। তাই তাঁর শ্রীপাদপদ্ম সর্বদাই সেই বিশাল পদ্মের কোরকের ওপরেই অবস্থান করে থাকে। তাঁর পদদ্বয়ও পদ্মেরই মতো সুন্দর। তাই বলা হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদ পদ্মসদৃশ।

জীব তাঁর স্বরূপে নিত্য সত্তা বিশিষ্ট। বলা যেতে পারে, জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে সে জন্ম মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়। জড়া প্রকৃতির সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হলে জীব তার নিত্য আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। যারা জড় দেহের পরিবর্তন না করে নিত্য জীবন লাভ করতে চায়, তাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের কথা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে একটি মুহূর্ত নষ্ট করা উচিত নয়।

শ্লোক ৭

ক্ষুদ্রায়ুষাং নৃণামঙ্গ মর্ত্যানামৃতমিচ্ছতাম্ ।
ইহোপহূতো ভগবান্ মৃত্যুঃ শামিত্রকর্মণি ॥ ৭ ॥

ক্ষুদ্র—অতি অল্প; **আয়ুষাম্**—আয়ু; **নৃণাম্**—মানুষদের; **অঙ্গ**—হে সূত গোস্বামী; **মর্ত্যানাম্**—যাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; **ঋতম্**—নিত্য জীবন; **ইচ্ছতাম্**—ইচ্ছা করে; **ইহ**—এখানে; **উপহূতঃ**—উপস্থিত হতে আহ্বান করা হয়েছে; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজ; **শামিত্র**—দমন করে; **কর্মণি**—কার্যকলাপ।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী, কিছু মানুষ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য জীবন লাভের প্রয়াস করেন। তাঁরা মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে আহ্বান করে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পান।

তাৎপর্য

জীব যতই নিম্নতর পশুজীবন থেকে উচ্চতর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মনুষ্য জীবনে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করে, ততই সে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আকুল হয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা এবং রাসায়নিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করার মাধ্যমে মৃত্যুকে জয় করার চেষ্টা করছে, কিন্তু হায়! মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজ এতই নিষ্ঠুর যে, তিনি সেই সমস্ত বিজ্ঞানীদের পর্যন্ত রেহাই দেন না। সেই সমস্ত বিজ্ঞানীরা, যারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে মৃত্যুকে জয় করার প্রতিশ্রুতি দেয়, যমরাজ যখন ডাক দেন, তখন তাদেরও মৃত্যুর শিকার হতে হয়। মৃত্যুকে জয় করার কথা বলে আর কী হবে, কেউই এক মুহূর্তের জন্য কারও স্বল্প আয়ু বাড়িয়ে নিতেও পারে না।

যমরাজের এই নিষ্ঠুর সংহারের পন্থা তখনই কেবল রোধ করা যায়, যখন ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়। যমরাজ ভগবানের মহান্ ভক্ত, এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সর্বদা যুক্ত, ভগবদ্ভক্তি চর্চায় সতত নিয়োজিত শুদ্ধ ভক্তেরা যখন তাঁকে কীর্তনে এবং যজ্ঞে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানান, তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হন। তাই শৌনক প্রমুখ মহর্ষিরা নৈমিষারণ্যের যজ্ঞানুষ্ঠানে যমরাজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যারা মরতে চায় না, তাদের জন্য এটাই ছিল মঙ্গলপ্রদ।

শ্লোক ৮

ন কশ্চিন্মিয়তে তাবদ্ যাবদাস্ত ইহান্তকঃ ।
এতদর্থং হি ভগবানাহূতঃ পরমর্ষিভিঃ ।
অহো নৃলোকে পীয়েত হরিলীলামৃতং বচঃ ॥ ৮ ॥

ন—না; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ম্রিয়তে**—মৃত্যু; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **আস্তে**—উপস্থিত; **ইহ**—এখানে; **অন্তকঃ**—জীবনের অন্ত সাধনকারী; **এতৎ**—এই; **অর্থম্**—কারণ; **হি**—অবশ্যই; **ভগবান**—ভগবানের প্রতিনিধি; **আহূত**—

আমন্ত্রিত; **পরমর্ষিভিঃ**—মহান্ ঋষিদের দ্বারা; **অহো**—হায়; **নৃলোকে**—মানব সমাজে; **পীয়েত**—পান করুক; **হরিলীলা**—পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ; **অমৃতম্**—নিত্য জীবন প্রদানকারী অমৃত; **বচঃ**—বর্ণনাদি।

অনুবাদ

মৃত্যুর কারণ স্বরূপ যমরাজ যতক্ষণ এখানে উপস্থিত থাকবেন, ততক্ষণ কারও মৃত্যু হবে না। ভগবানের প্রতিনিধি, মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে মহর্ষিরা সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যারা তাঁর কবলিত, তাদের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় লীলাসমূহের বর্ণনা শ্রবণ করার সুযোগ গ্রহণ করা।

তাৎপর্য

প্রতিটি মানুষই মৃত্যুবরণ অপছন্দ করে, কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়, তা মানুষ জানে না। মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার সব চেয়ে সরল এবং নিশ্চিত পন্থা হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতে* সুসংবদ্ধভাবে বর্ণিত ভগবানের অমৃতময় লীলাসমূহ শ্রবণ করা। তাই এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন মানুষ যদি মৃত্যুর গ্রাস থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তিনি যেন শৌনক প্রমুখ ঋষির নির্দেশিত এই পন্থা অবলম্বন করেন।

শ্লোক ৯

মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্মভিঃ ॥ ৯ ॥

মন্দস্য—অলসদের; **মন্দ**—অল্প; **প্রজ্ঞস্য**—বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের; **বয়ঃ**—বয়স; **মন্দ**—অল্প; **আয়ুষঃ**—আয়ু; **চ**—এবং; **বৈ**—সঠিক; **নিদ্রয়া**—শয়নে; **হ্রিয়তে**—অতিবাহিত হয়; **নক্তম্**—রাত্রি; **দিবা**—দিন; **চ**—ও; **ব্যর্থ**—অর্থহীন; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

স্বল্পবুদ্ধি এবং স্বল্প আয়ুবিশিষ্ট অলস মানুষেরা নিদ্রার দ্বারা তাদের রাত্রি অতিবাহিত করে এবং অর্থহীন কার্যকলাপে দিন অতিবাহিত করে।

তাৎপর্য

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মানব জীবনের প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে অবগত নয়। জড়া প্রকৃতি তার কঠোর নিয়মে জীবকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা রূপ দণ্ড দান করার সময় প্রকৃতির বিশেষ অবদান স্বরূপ এই মনুষ্য শরীরটি দিয়ে থাকেন। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ অর্জনের জন্য, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, এটি একটি সুযোগ। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি বন্ধন মুক্ত হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এই গুরুত্বপূর্ণ উপহারের যথাযথ সদ্ব্যবহার করেন। কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা অলস এবং জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রদত্ত এই মানব শরীরের মূল্য বুঝতে অক্ষম। তাই তারা অনিত্য জড় শরীরটির ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করে তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে অধিক তৎপর হয়। প্রকৃতির নিয়মে নিম্নস্তরের পশুরাও ইন্দ্রিয় তর্পণের সুযোগ পায়, তেমনি মানুষেরাও তাদের পূর্ব জীবন এবং বর্তমান জীবনের কর্ম অনুসারে কিছু পরিমাণ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করতে পায়।

তবে মানুষের পক্ষে বোঝা অবশ্য কর্তব্য যে, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। এখানে বলা হয়েছে যে, দিনের বেলায় তারা 'অনর্থক' কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, যেহেতু তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় তর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা দেখতে পাই বড় বড় শহরে এবং শিল্প-নগরীগুলিতে মানুষেরা কিভাবে অর্থহীন কার্যকলাপে পরিশ্রম করে। মানুষের শক্তি দিয়ে কত কিছু তৈরি করা হচ্ছে, কিন্তু সে সমস্তই হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখের উদ্দেশ্যে, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কোন কিছুই নয়। আর দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রম করার পর ক্লান্ত মানুষ রাত্রে নিদ্রা যায় অথবা যৌন চর্চায় লিপ্ত হয়। সেটাই হল অল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের জন্য জড়জাগতিক সভ্যতার জীবনধারা। তাই এখানে তারা অলস, দুর্ভাগা এবং স্বল্পায়ু বলে নির্ণীত হয়েছে।

শ্লোক ১০

সূত উবাচ

যদা পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলেঽবসৎ
কলিং প্রবিষ্টং নিজচক্রবর্তিতে ।
নিশম্য বার্তামনতিপ্রিয়াং ততঃ
শরাসনং সংযুগশৌণ্ডিরাদদে ॥ ১০ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **যদা**—যখন; **পরীক্ষিৎ**—পরীক্ষিৎ মহারাজ; **কুরুজাঙ্গলে**—কুরু সাম্রাজ্যের রাজধানীতে; **অবসৎ**—বাস করছিলেন; **কলিম্**—কলিযুগের লক্ষণাদি; **প্রবিষ্টম্**—প্রবেশ করেছিল; **নিজচক্রবর্তিতে**—তাঁর রাজ্যে; **নিশম্য**—শুনে; **বার্তাম্**—সংবাদ; **অনতিপ্রিয়াম্**—প্রিয়প্রদ নয়; **ততঃ**—তারপর; **শরাসনম্**—ধনুর্বাণ; **সংযুগ**—সুযোগ লাভ করে; **শৌণ্ডিঃ**—সামরিক কার্যকলাপ; **আদদে**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন কুরু সাম্রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থান করছিলেন, তখন কলিযুগের লক্ষণাদি তাঁর রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে। সেই সংবাদ তিনি যখন পান, তখন তাঁর কাছে তা মোটেই প্রীতিপ্রদ বলে মনে হয়নি। অবশ্য তার ফলে তিনি সংগ্রাম করার একটি সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ধনুর্বাণ তুলে নিয়ে সামরিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্য এত সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছিল যে, তিনি শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর রাজধানীতে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, কলিযুগের লক্ষণাদি তাঁর রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

কলিযুগের লক্ষণগুলি কি কি? সেগুলি হচ্ছে ঃ (১) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, (২) আমিষ আহার, (৩) মাদক দ্রব্যের নেশা, এবং (৪) দ্যূত ক্রীড়া। কলির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কলহ, এবং উপরোক্ত চারটি লক্ষণ মানব সমাজের সমস্ত কলহের মূল কারণ।

পরীক্ষিৎ মহারাজ সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তাঁর রাজ্যের কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়েছে, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার করার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, অন্তত মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্যকাল পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে এই সমস্ত আচরণগুলি জানা ছিল না, কিন্তু তার স্বল্প আভাস পাওয়া মাত্রই পরীক্ষিৎ মহারাজ অশান্তির সেই কারণগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। সংবাদটি তাঁর কাছে প্রীতিপ্রদ মনে হয়নি কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করার একটা সুযোগ পাওয়ায় আনন্দিতও হয়েছিলেন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁর অধীনে সকলেই সুখে শান্তিতে ছিল। কিন্তু দুষ্কৃতকারী কলি তাঁকে যুদ্ধ করার সুযোগ দিয়েছিল।

আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজা যুদ্ধ করার সুযোগ পেলে অত্যন্ত উৎফুল্ল হন, ঠিক যেমন খেলবার সুযোগ পেলে খেলোয়াড়েরা আনন্দিত হয়। কলিযুগে কলির এই সমস্ত লক্ষণগুলি অবধারিত বলে যদি কেউ যুক্তি দেয়, তবে তা হবে অসঙ্গত। তা যদি হত, তা হলে এই সমস্ত লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজ সংগ্রাম করেছিলেন কেন? অলস এবং দুর্ভাগা মানুষেরা এই ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করে। বর্ষাকালে বর্ষা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তবুও মানুষ সেই বৃষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করে তেমনই, কলিযুগে উল্লিখিত লক্ষণগুলি সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করবেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রনেতাদের কর্তব্য কলির সেই প্রভাব থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলির প্রভাবে প্রভাবিত দুষ্কৃতকারীদের দণ্ড দান করতে চেয়েছিলেন, এবং তার ফলে নিষ্পাপ এবং ধর্মপরায়ণ নিরীহ নাগরিকদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজার কর্তব্য এইভাবে প্রজাদের রক্ষা করা, এবং কলির বিরুদ্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত ছিল।

শ্লোক ১১

স্বলঙ্কৃতং শ্যামতুরঙ্গযোজিতং
রথং মৃগেন্দ্রধ্বজমাস্থিতঃ পুরাৎ ।
বৃতো রথাশ্বদ্বিপপত্তিযুক্তয়া
স্বসেনয়া দিগ্বিজয়ায় নির্গতঃ ॥ ১১ ॥

সু-অলঙ্কৃতম্—অত্যন্ত সুন্দররূপে অলঙ্কৃত; **শ্যাম**—কৃষ্ণবর্ণ; **তুরঙ্গ**—অশ্ব; **যোজিতম্**—যুক্ত; **রথম্**—রথ; **মৃগেন্দ্র**—সিংহ; **ধ্বজম্**—ধ্বজা; **আশ্রিতঃ**—রক্ষিত; **পুরাৎ**—রাজধানী থেকে; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **রথ**—রথীগণ; **অশ্ব**—অশ্বারোহী সৈনিক; **দ্বিপপত্তি**—হস্তীসমূহ; **যুক্তয়া**—এইভাবে সজ্জিত হয়ে; **স্বসেনয়া**—সৈন্যসহ; **দিগ্বিজয়ায়**—দিগ্বিজয়ে; **নির্গতঃ**—বাহির হলেন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ, রথী, অশ্বারোহী, গজ এবং পদাতিক সৈন্য পরিবৃত হয়ে, কৃষ্ণবর্ণ অশ্বচালিত এবং সিংহচিহ্নিত ধ্বজাশোভিত রথে চড়ে দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে নগরী থেকে বাহির হলেন।

তাৎপর্য

তাঁর পিতামহ অর্জুনের সঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিতের কিছু পার্থক্য হচ্ছে এই যে, শ্বেত অশ্বের পরিবর্তে তাঁর রথ কৃষ্ণ অশ্বে যোজিত ছিল এবং হনুমান চিহ্নের পরিবর্তে তাঁর ধ্বজা সিংহচিহ্নিত ছিল। সুসজ্জিত রথ, অশ্ব, গজ এবং পদাতিক সৈন্য পরিবৃত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের সেই রাজকীয় শোভাযাত্রা যে কেবল দর্শনীয় ছিল, তাই নয়, তা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝেও সৌন্দর্যের পরিচায়ক এক সভ্যতার নিদর্শন হয়েছিল।

শ্লোক ১২

ভদ্রাশ্বং কেতুমালং চ ভারতং চোত্তরান্ কুরূন্ ।
কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণি বিজিত্য জগৃহে বলিম্ ॥ ১২ ॥

ভদ্রাশ্বম্—ভদ্রাশ্ব; **কেতুমালম্**—কেতুমাল; **চ**—ও; **ভারতম্**—ভারত; **চ**—এবং; **উত্তরান্**—উত্তরদিকের দেশগুলি; **কুরূন্**—কুরুরাজ; **কিম্পুরুষ-আদানি**—কিম্পুরুষ ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ষ; **বর্ষাণি**—পৃথিবীর অংশসমূহ; **বিজিত্য**—জয় করে; **জগৃহে**—সংগ্রহ করেছিলেন; **বলিম্**—বলের দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তর কুরুজাঙ্গল, কিম্পুরুষ ইত্যাদি পৃথিবীর সমস্ত অংশ বা বর্ষ জয় করে সেই সমস্ত দেশের শাসকদের কাছ থেকে উপঢৌকনাদি আদায় করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভদ্রাশ্ব ঃ মেরু পর্বতের সন্নিকটবর্তী একটি দ্বীপ। *মহাভারতে (ভীষ্ম পর্ব ৭/১৪-১৮)* এই দ্বীপটির বর্ণনা রয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সঞ্জয় তা বর্ণনা করেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরও এই দ্বীপটি জয় করেছিলেন, এবং তার ফলে এই প্রদেশটি তাঁর সামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ ইতিপূর্বেই তাঁর পিতামহের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী রূপে বিঘোষিত হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় বলের দ্বারা সেই সমস্ত দেশের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করে উপঢৌকন সংগ্রহ করেছিলেন।

কেতুমাল ঃ এই ভূলোক সাতটি দ্বীপ এবং সাতটি সমুদ্রে বিভক্ত; আবার অনেকের মতে, নয় ভাগে বিভক্ত। এই পৃথিবীর নাম জম্বুদ্বীপ এবং এটি নয়টি

বর্ষে বিভক্ত। ভারতবর্ষ হল তার মধ্যে একটি বর্ষ, আধুনিক ভূগোলে যাকে বলা হয় মহাদেশ, এবং আর একটি বর্ষের নাম কেতুমাল। বলা হয় যে, কেতুমালবর্ষের রমণীরা সব চেয়ে সুন্দরী। এই বর্ষটি অর্জুনও জয় করেছিলেন। *মহাভারতে* (সভা ২৮/৬) পৃথিবীর এই অংশটির বর্ণনা পাওয়া যায়।

বলা হয় যে, পৃথিবীর এই অংশটি মেরু পর্বতের পশ্চিমভাগে অবস্থিত, এবং এখানকার অধিবাসীদের আয়ু ছিল দশ হাজার বৎসর (ভীষ্ম-পর্ব ৬/৩১)। এখানকার মানুষদের দেহ গৌরবর্ণ, এবং রমণীরা স্বর্গের দেবকন্যাদের মতো সুন্দরী। এখানকার অধিবাসীরা সব রকম রোগ এবং শোক থেকে মুক্ত।

ভারতবর্ষ ঃ পৃথিবীর এই অংশটিও জম্বুদ্বীপের ন'টি বর্ষের অন্যতম। ভারতবর্ষের একটি বর্ণনা *মহাভারতে (ভীষ্ম পর্ব, অধ্যায় ৯-১০)* দেওয়া হয়েছে।

জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে ইলাবৃত বর্ষ অবস্থিত, এবং ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণভাগে হরিবর্ষ অবস্থিত। *মহাভারতে (সভাপর্ব ২৮/৭-৮)* এই সমস্ত বর্ষের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই ভাবে—

নগরাংশ্চ বনাংশ্চৈব নদীশ্চ বিমলোদকাঃ ।
পুরুষান্ দেব-কল্পাংশ্চ নারীশ্চ প্রিয়দর্শনঃ ॥
অদৃষ্টপূর্বান্ সুভগান্ স দদর্শ ধনঞ্জয়ঃ ।
সদনানি চ শুভ্রাণি নারীশ্চাপ্সরসাং নিভাঃ ॥

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই উভয় বর্ষের নারীরাই ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী, এবং তাঁদের কেউ কেউ স্বর্গের অপ্সরাদের মতোই সুন্দরী ছিলেন।

উত্তরকুরু ঃ বৈদিক বর্ণনা অনুসারে জম্বুদ্বীপের উত্তর প্রান্তে এই উত্তর কুরুবর্ষ অবস্থিত। এর তিনদিকে লবণ সমুদ্র এবং একটি শৃঙ্গবান পর্বত দ্বারা হিরণ্ময়বর্ষ থেকে বিভক্ত।

কিম্পুরুষ বর্ষ ঃ এই বর্ষটি দার্জিলিং ধবলগিরি পর্বতের উত্তর পারে অবস্থিত এবং সম্ভবত নেপাল, ভুটান, তিব্বত এবং চীনদেশের মতো কোন দেশ। এই স্থানটিও অর্জুন জয় করেছিলেন (*সভা পর্ব*, ২৮/১-২)। কিম্পুরুষেরা দক্ষের কন্যার বংশধর। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, তখন এই সমস্ত দেশের অধিবাসীরাও সেই মহোৎসবে যোগদানের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং সম্রাটকে তাঁদের উপহার প্রদান করেছিলেন। পৃথিবীর এই ভূমণ্ডলটিকে বলা হয় কিম্পুরুষবর্ষ, অথবা কখনও বা হিমালয় অঞ্চলের দেশ বলে হিমবতী নামেও অভিহিত করা হয়। কথিত আছে যে, শুকদেব গোস্বামী হিমালয়ের এই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি হিমালয়ের দেশগুলি অতিক্রম করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

অন্যভাবে বলতে গেলে, মহারাজ পরীক্ষিৎ এইভাবে সারা পৃথিবী জয় করেছিলেন। তিনি সারা পৃথিবীর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের সব কটি সাগর এবং মহাসাগরাদির সংযোজনকারী সমস্ত মহাদেশগুলি জয় করেছিলেন।

শ্লোক ১৩—১৫

তত্র তত্রোপশৃণ্বানঃ স্বপূর্বেষাং মহাত্মনাম্ ।
প্রগীয়মাণং চ যশঃ কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচতম্ ॥ ১৩ ॥
আত্মানং চ পরিত্রাতমশ্বত্থাম্নোঽস্ত্রতেজসঃ ।
স্নেহং চ বৃষ্ণিপার্থানাং তেষাং ভক্তিং চ কেশবে ॥ ১৪ ॥
তেভ্যঃ পরমসন্তুষ্টঃ প্রীত্যুজ্জৃম্ভিতলোচনঃ ।
মহাধনানি বাসাংসি দদৌ হারান্ মহামনাঃ ॥ ১৫ ॥

তত্র তত্র—যেখানে মহারাজ গিয়েছিলেন; **উপশৃণ্বানঃ**—তিনি নিরন্তর শ্রবণ করেছিলেন; **স্বপূর্বেষাম্**—তাঁর পূর্বপুরুষদের কথা; **মহাত্মনাম্**—যাঁরা সকলেই ছিলেন ভগবানের মহান্ ভক্ত; **প্রগীয়মাণম্**—যাঁরা এইভাবে কীর্তন করছিলেন; **চ**—ও; **যশঃ**—মহিমা; **কৃষ্ণ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **মাহাত্ম্য**—মহিমামণ্ডিত কার্যকলাপ; **সূচকম্**—সূচক; **আত্মানম্**—তাঁর নিজের; **চ**—ও; **পরিত্রাতম্**—পরিত্রাণ করছিলেন; **অশ্বত্থাম্নঃ**—অশ্বত্থামার; **অস্ত্র**—ব্রহ্মাস্ত্র; **তেজসঃ**—তেজরশ্মি; **স্নেহম্**—স্নেহের বশে; **চ**—ও; **বৃষ্ণি-পার্থানাম্**—বৃষ্ণি এবং পৃথার বংশধরদের মধ্যে; **তেষাম্**—তাঁদের সকলের; **ভক্তিম**—ভক্তি; **চ**—ও; **কেশবে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **তেভ্যঃ**—তাঁদের; **পরম**—অত্যন্ত; **সন্তুষ্টঃ**—প্রসন্ন; **প্রীতি**—অনুরাগ; **উজ্জৃম্ভিত**—সুন্দরভাবে উন্মীলিত; **লোচনঃ**—চক্ষু; **মহাধনানি**—মহামূল্যবান সম্পদ; **বাসাংসি**—বসন; **দদৌ**—দান করেছিলেন; **হারান্**—কণ্ঠহার; **মহা-মনাঃ**—উদার।

অনুবাদ

রাজা যেখানেই গিয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর মহান্ ভগবদ্ভক্ত পূর্বপুরুষদের এবং শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেছিলেন। তিনি নিজেও কিভাবে অশ্বত্থামার অস্ত্রের প্রচণ্ড তেজোরশ্মি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, সে-কথাও শ্রবণ করেছিলেন। লোকে তাঁর কাছে বৃষ্ণি এবং পৃথার বংশধরদের কেশবের প্রতি গভীর স্নেহ এবং ভক্তির কথাও বলত। এই প্রকার মহিমা কীর্তনকারীদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন

হয়ে মহারাজ গভীর তৃপ্তি সহকারে তাঁর চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করেছিলেন, এবং মহাবদান্যতা সহকারে তাদের অতি মূল্যবান কণ্ঠহার এবং বসন দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা এবং মহান্ ব্যক্তিদের বন্দনা সহকারে স্বাগত জানাতে হয়। অবিস্মরণীয় কাল ধরে এই প্রথা চলে আসছে, এবং যেহেতু মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন পৃথিবীর সুবিদিত সম্রাটদের একজন, তাই তিনি পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই গেছেন, সেখানেই তাঁকে এইভাবে বন্দনা সহকারে স্বাগত জানানো হয়েছিল। সেই স্বাগত বন্দনার মূল বিষয় ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ মানে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর নিত্য ভক্তগণ, ঠিক যেমন রাজা মানে রাজা এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ।

শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ঐকান্তিক ভক্তদের থেকে আলাদা করা যায় না, তাই তাঁর ভক্তদের বন্দনা করা মানে পরমেশ্বর ভগবানেরই বন্দনা করা, আবার শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করা মানে তাঁর ভক্তদের বন্দনা করা। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন প্রমুখ তাঁর পূর্বপুরুষেরা যদি শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথার সঙ্গে যুক্ত না হতেন, তা হলে পরীক্ষিৎ তাঁদের মহিমা কীর্তন শুনে আনন্দিত হতেন না।

ভগবান অবতরণ করেন বিশেষভাবে তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করবার জন্য *(পরিত্রাণায় সাধূনাং)*। ভগবানের উপস্থিতিতে ভক্তেরা মহিমান্বিত হন, কারণ তাঁরা ভগবান এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির সান্নিধ্য ব্যতীত এক মুহূর্তের জন্যও জীবন ধারণ করতে পারেন না। ভগবান তাঁর লীলা এবং মহিমার মাধ্যমে তাঁর ভক্তদের কাছে বিরাজমান থাকেন, এবং তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের মহিমা কীর্তন শ্রবণ করে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করছিলেন, বিশেষ করে যখন বর্ণনা করা হয়েছিল কিভাবে তাঁর মাতৃজঠরে অবস্থানকালে ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

ভগবদ্ভক্তেরা কখনও বিপদগ্রস্ত হন না, কিন্তু প্রতি পদে বিপদসঙ্কুল এই জড় জগতে ভক্তরা কখনও-বা আপাত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, এবং ভগবান যখন তাঁদের রক্ষা করেন, তখন ভগবদ্ভক্তির মহিমা কীর্তন করা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বক্তা রূপে ভগবানের মহিমা প্রচারিত হত না, যদি তাঁর ভক্ত পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়তেন।

ভগবানের এই সমস্ত লীলাময় কার্যকলাপ মহারাজ পরীক্ষিতের স্বাগত বন্দনায় কীর্তিত হয়েছিল, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই বন্দনাকারীদের প্রতি পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের পুরস্কৃত করেছিলেন। তখনকার দিনের স্বাগত বন্দনার সঙ্গে এখনকার

স্বাগত বন্দনার পার্থক্য এই যে, তখনকার স্বাগত বন্দনা করা হত পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো ব্যক্তিকে। সেই স্বাগত বন্দনা হত সম্পূর্ণ বাস্তব তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং যাঁরা সে বন্দনা করতেন, তাঁদের যথেষ্ট পুরস্কৃত করা হত, কিন্তু এখনকার স্বাগত বন্দনা বাস্তব তত্ত্বের ভিত্তিতে হয় না, পক্ষান্তরে তা কোনও পদাধিকারীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই শুধু করা হয়, এবং প্রায়ই সেগুলি থাকে কপট তোষামোদে পরিপূর্ণ। আর দীনহীন হতভাগ্য বন্দিতেরা সেই সমস্ত স্বাগত বন্দনাকারীদের কদাচিৎ পুরস্কৃত করে থাকেন।

শ্লোক ১৬

সারথ্যপারষদসেবনসখ্যদৌত্য-
বীরাসনানুগমনস্তবনপ্রণামান্ ।
স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু জগৎপ্রণতিং চবিষ্ণো-
র্ভক্তিং করোতি নৃপতিশ্চরণারবিন্দে ॥ ১৬ ॥

সারথ্য—সারথির পদ গ্রহণ করে; **পারষদ**—রাজসূয় যজ্ঞ সভায় অধ্যক্ষতার পদ গ্রহণ করে; **সেবন**—ভগবানের সেবায় মন সর্বদা নিযুক্ত করে; **সখ্য**—সখারূপে ভগবানকে চিন্তা করে; **দৌত্য**—দূত রূপে; **বীর-আসন**—উন্মুক্ত তরবারি হস্তে রাত্রে প্রহরীর পদ গ্রহণ করা; **অনুগমন**—পদাঙ্ক অনুসরণ করে; **স্তবন**—স্তব করে; **প্রণামান্**—প্রণতি নিবদন করে; **স্নিগ্ধেষু**—যাঁরা ভগবানের ইচ্ছার বশবর্তী তাঁদের প্রতি; **পাণ্ডুষু**—পাণ্ডুপুত্রদের প্রতি; **জগৎ**—সারা জগতের; **প্রণতিম্**—মাননীয়; **চ**—এবং; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **করোতি**—করে; **নৃপতিঃ**—রাজা; **চরণারবিন্দে**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুনেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (বিষ্ণু), যিনি সারা জগতে মান্য, তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশে তাঁর প্রিয় পাণ্ডুপুত্রদের সারথ্য বরণ করেছিলেন, দৌত্য করেছিলেন, সম্যক্‌রূপে তাঁদের সহচর হয়েছিলেন, রাত্রে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁদের প্রহরী হয়েছিলেন, এবং এইভাবে তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের নানা প্রকার সেবা করেছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে তিনি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁদের নির্দেশ পালন করেছিলেন। তা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি ভক্তিতে অভিভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পাণ্ডবদের মতো ঐকান্তিক ভক্তদের কাছে শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু। তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীগুরুদেব, আরাধ্য বিগ্রহ, পথপ্রদর্শক, সারথি, সখা, সেবক, বার্তাবহ দূত এবং তাঁদের চিন্তনীয় সব কিছুই। আর এইভাবে ভগবানও পাণ্ডবদের ভালবাসার প্রতিদান দিয়েছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত রূপে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের ভক্তের ভালবাসার অপ্রাকৃত প্রতিদান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনিও ভগবানের প্রতি ভক্তিতে অভিভূত হয়েছিলেন।

শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের ভাবের আদান-প্রদান উপলব্ধি করার মাধ্যমে অনায়াসে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই আদান-প্রদান সাধারণ মানুষের আচরণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তত্ত্বগতভাবে যিনি তার মর্ম উপলব্ধি করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

পাণ্ডবেরা ভগবানের ইচ্ছার এতই বশবর্তী ছিলেন যে, তাঁর সেবায় যে কোনও পরিমাণ শক্তি ব্যয় করতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন এবং তাঁদের এই ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলে তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও আকারে তাঁরা ভগবানের কৃপা লাভ করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ১৭

তস্যৈবং বর্তমানস্য পূর্বেষাং বৃত্তিমন্বহম্ ।
নাতিদূরে কিলাশ্চর্যং যদাসীৎ তন্নিবোধ মে ॥ ১৭ ॥

তস্য—মহারাজা পরীক্ষিতের; **এবম্**—এইভাবে; **বর্তমানস্য**—সেই ধরনের চিন্তায় মগ্ন থেকে; **পূর্বেষাং**—তাঁর পূর্বপুরুষদের; **বৃত্তিম্**—সুকৃতি; **অন্বহম্**—দিনের পর দিন; **ন**—না; **অতিদূরে**—খুব দূরে; **কিল**—অতিশয়; **আশ্চর্যম্**—আশ্চর্য হয়ে; **যৎ**—যা; **আসীৎ**—ছিলেন; **তৎ**—তা; **নিবোধ**—জানো; **মে**—আমার কাছে।

অনুবাদ

যখন মহারাজা পরীক্ষিৎ তাঁর পূর্বপুরুষদের সুকৃতি বিষয়ক কথা শ্রবণ করে দিন যাপন করছিলেন এবং অতিশয় আশ্চর্য হয়ে দিনের পর দিন তাঁদেরই চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতেন, তখন কী ঘটেছিল, তা এখন আপনারা আমার কাছে শুনতে পারেন।

শ্লোক ১৮

ধর্মঃ পদৈকেন চরন্ বিচ্ছায়ামুপলভ্য গাম্ ।
পৃচ্ছতি স্মাশ্রুবদনাং বিবৎসামিব মাতরম্ ॥ ১৮ ॥

ধর্মঃ—ধর্মনীতির রক্ষক ধর্মরাজ; **পদা**—পা; **একেন**—মাত্র একটির উপর; **চরন্**—বিচরণ করছিলেন; **বিচ্ছায়াম্**—বিষাদগ্রস্ত হয়ে; **উপলভ্য**—কাছে এসে; **গাম্**—গাই; **পৃচ্ছতি**—প্রশ্ন করেন; **স্ম**—সহিত; **অশ্রু-বদনাম্**—অশ্রুপূর্ণ বদনে; **বিবৎসাম্**—বৎসকে হারিয়েছেন যিনি; **ইব**—মতো; **মাতরম্**—মা।

অনুবাদ

ধর্মনীতির রক্ষক ধর্মরাজ একটি বৃষের রূপ ধারণ করে ইতস্তত বিচরণ করছিলেন। আর তখন তাঁর দেখা হয়েছিল গাভীরূপী ধরিত্রী মাতার সাথে—তিনি যেন বৎসহারা গোমাতার মতোই বিষণ্ণ হয়ে ছিলেন। তাঁর চোখে ছিল অশ্রুধারা, আর তাঁর দেহের সৌন্দর্য যেন হারিয়ে গিয়েছিল। তাই ধর্মরাজ তখন ধরিত্রীমাতাকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৃষ হচ্ছে নীতিসূত্রের প্রতীক, এবং গাভী হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিভূ। যখন বৃষ এবং গাভী হর্ষোৎফুল্ল হয়ে থাকে, বুঝতে হবে যে, জগৎবাসীরাও হর্ষোৎফুল্ল হয়ে আছে। তার কারণ হচ্ছে এই যে, কৃষিক্ষেত্রে শস্যাদি উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে বৃষ, এবং সুষম খাদ্য-মূল্যমানের বিস্ময়কর সৃষ্টি যে দুধ, তার জোগান দেয় গাভী। তাই তারা যাতে সর্বত্রই প্রফুল্লতা নিয়ে চরে বেড়াতে পারে, সেই জন্য মানব-সমাজ এই দুই দরকারী প্রাণীকে অতি যত্ন সহকারে পালন করে থাকে।

কিন্তু এই কলিযুগে বর্তমানে বৃষ এবং গাভী দু'টিকেই এখন জবাই করা হচ্ছে আর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যারা জানে না, সেই শ্রেণীর মানুষেরা ওদের খাদ্যের মতো খেয়ে ফেলছে।

সব রকম সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সর্বোত্তম সার্থকতা অর্জন করতে গেলে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসারের মাধ্যমে সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণার্থে বৃষ আর গাভীকে রক্ষা করতে পারা যায়। এই ধরনের সংস্কৃতির প্রগতির মাধ্যমেই, সমাজের নীতিবোধ যথাযথভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, এবং তার ফলে অযথা ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়াই শান্তি ও সমৃদ্ধিও অর্জন করা চলে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যখন অবনতি ঘটে, গাভী এবং বৃষ তখন দুর্ব্যবহার পায়, আর তারই পরিণাম-প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকটিত হয়।

শ্লোক ১৯

ধর্ম উবাচ

কচ্চিদ্ভদ্রেঽনাময়মাত্মনস্তে
বিচ্ছায়াসি ম্লায়তেষন্মুখেন ।
আলক্ষয়ে ভবতীমন্তরাধিং
দূরে বন্ধুং শোচসি কঞ্চনাম্ব ॥ ১৯ ॥

ধর্মঃ উবাচ—ধর্মরাজ বললেন; **কচ্চিৎ**—কিনা; **ভদ্রে**—মহোদয়া; **অনাময়ম্**—সম্পূর্ণ কুশল; **আত্মনঃ**—নিজে; **তে**—আপনার; **বিচ্ছায়া অসি**—দুঃখছায়াগ্রস্ত মনে হচ্ছে; **ম্লায়তা**—যা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে; **ঈষৎ**—সামান্য; **মুখেন**—মুখ থেকে; **আলক্ষয়ে**—আপনাকে দেখাচ্ছে; **ভবতীম্**—আপনার; **অন্তরাধিম্**—অন্তরের কোনও আধিব্যাধি; **দূরে**—দূরে; **বন্ধুম্**—বন্ধু; **শোচসি**—ভাবছেন; **কঞ্চন**—কোনও; **অম্ব**—হে মাতঃ।

অনুবাদ

ধর্মরাজ (বৃষরূপে) শুধালেন—হে মাতঃ, আপনি কি সম্পূর্ণ কুশলে নেই? আপনাকে কেন দুঃখছায়াগ্রস্ত মনে হচ্ছে? আপনার মুখ সামান্য অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। আপনি কি অন্তরে কোনও আধিব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছেন, কিংবা কোনও আত্মীয়-বন্ধু দূরে চলে গেছে, তার কথা ভাবছেন?

তাৎপর্য

এই কলিযুগে জগদ্বাসী সব সময়ই উদ্বেগাকুল হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই কোন না কোন আধিব্যাধিতে বিব্রত। এই যুগের মানুষদের কেবল মুখখানি থেকেই যে কেউ মনের লক্ষণাদির আভাস পেতে পারে। প্রত্যেকেই প্রবাসী আত্মীয়-স্বজন যারা বাড়ি ছেড়ে দূরে গেছে, তাদের অভাববোধ করে থাকে। কলিযুগের বিশেষ একটা লক্ষণ হল, কোনও পরিবারগোষ্ঠী এখন একসাথে বসবাস করার সৌভাগ্য পায় না। রুজি-রোজগারের জন্য, বাবা ছেলের কাছ থেকে বহু দূরে থাকেন, কিংবা স্ত্রী থাকেন পতির কাছ থেকে বহু দূরে। এমনি কত রকম ঘটছে। আভ্যন্তরীণ রোগব্যাধি, প্রিয়-পরিজনদের কাছ থেকে বিরহ-বিচ্ছেদ, আর সব কিছুর স্থিতাবস্থা রক্ষার চেষ্টায় মানুষ নিত্যই দুর্দশা ভোগ করছে। এগুলি শুধু কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা এই যুগের মানুষদের নিয়তই অসুখী করে রাখে।

শ্লোক ২০

পাদৈর্ন্যূনং শোচসি মৈকপাদ-
মাত্মানং বা বৃষলৈর্ভোক্ষ্যমাণম্ ।
আহো সুরাদীন্ হৃতযজ্ঞভাগান্
প্রজা উত স্বিন্ন্মঘবত্যবর্ষতি ॥ ২০ ॥

পদৈঃ—তিনটি পায়ের দ্বারা; **ন্যূনম্**—হীন; **শোচসি**—আপনি কি জন্য দুশ্চিন্তা করছেন; **মা**—আমার; **একপাদম্**—একটি মাত্র পা; **আত্মানম্**—নিজের দেহ; **বা**—অথবা; **বৃষলৈঃ**—বিধি-অমান্যকারী মাংসভুক্ যারা; **ভোক্ষ্যমাণম্**—শোষিত হতে; **আহোঃ**—যজ্ঞে; **সুর-আদীন্**—দায়িত্বসম্পন্ন দেবতাগণ; **হৃত-যজ্ঞ**—যজ্ঞ-বহির্ভূত; **ভাগান্**—অংশ; **প্রজাঃ**—জীবসত্তা; **উত**—বৃদ্ধি; **স্বিৎ**—কি না; **মঘবতি**—দুর্ভিক্ষ এবং অভাব-অনটনে; **অবর্ষতি**—অনাবৃষ্টির জন্য।

অনুবাদ

আমার তিনটি পা আমি হারিয়েছি আর আমি এখন একটি মাত্র পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার এই রকম অবস্থা দেখে আপনি কি দুঃখ করছেন? কিংবা যারা বিধি-অমান্যকারী মাংসভুক্ শূদ্র, এর পর তারা আমাকে গ্রাস করবে বলে আপনি কি নিদারুণ উদ্বেগাকুল হয়েছেন? অথবা বর্তমানে কোনই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় না বলে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ-উৎসর্গের ভাগ অপহৃত হচ্ছে, তাই আপনি কি ব্যাকুল হয়েছেন? কিংবা দুর্ভিক্ষ এবং অনাবৃষ্টির ফলে জীবদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে আপনি কি শোকাকুল হয়েছেন?

তাৎপর্য

কলিযুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ু, দয়া, স্মৃতি এবং ধর্মনীতি—বিশেষ করে এই চারটি জিনিস ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকবে। যেহেতু ধর্মনীতির তিন-চতুর্থাংশ হারে বিলুপ্তি ঘটবে, তাই প্রতীকী বৃষটি একটি মাত্র পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সমগ্র বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ জনগণ অধার্মিক হয়ে উঠবে, তখন পরিস্থিতি রূপান্তরিত হয়ে পশুদের উপযোগী নরকের মতোই হয়ে উঠবে। কলিযুগে ভগবৎ-বিমুখ সভ্যতা নানা রকমের তথাকথিত ধর্মীয় সমাজের সৃষ্টি করবে, যার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরমপুরুষ ভগবানকে তাচ্ছিল্য করা হবে। আর তাই মানুষের গড়া ঐ সব অবিশ্বাসী সমাজ-সম্প্রদায়গুলি জনগণের সুস্থিরমনা অংশটির পক্ষে এই জগৎটাকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলবে।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানে যথাযথ পরিমাণে বিশ্বাস পোষণের অনুপাতে মানব জাতির বিভিন্ন শ্রেণীস্তর আছে। প্রথম শ্রেণীর ভগবৎ-বিশ্বাসী মানুষেরা হচ্ছেন বৈষ্ণবগণ আর ব্রাহ্মণগণ, তার পরে ক্ষত্রিয়েরা, তার পরে বৈশ্যেরা, এবং তার পরে শূদ্রেরা, তার পরে ম্লেচ্ছেরা, যবনেরা, এবং সব শেষে চণ্ডালেরা। মানবিক সহজাত প্রবৃত্তির অবনতির সূচনা হয় ম্লেচ্ছদের থেকে, এবং চণ্ডাল-জীবনধারা হচ্ছে মানবিক অধঃপতনের শেষ কথা।

বৈদিক সাহিত্য-সম্ভারে বর্ণিত উল্লিখিত সমস্ত পরিচয়সূত্রগুলি কোনও বিশেষ সমাজ-সম্প্রদায় কিংবা জন্মগত পরিচয়কে মোটেই বোঝাচ্ছে না। সেগুলি সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানবজাতিরই বিভিন্ন গুণগত যোগ্যতারই পরিচয়। এখানে জন্মগত অধিকার কিংবা সমাজ-সম্প্রদায়ের কোনও প্রশ্ন নেই। মানুষ নিজের উদ্যোগ-প্রচেষ্টার মাধ্যমে যথাযথ গুণগত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, এবং তাই বৈষ্ণবের ছেলে ম্লেচ্ছ হয়ে যেতে পারে, কিংবা চণ্ডালের ছেলে ব্রাহ্মণের চেয়েও গুণসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে—সবই পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তাদের সান্নিধ্য-সংযোগ আর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক-সম্বন্ধের অনুপাতে সম্ভব হয়ে ওঠে।

মাংসভুকদের সাধারণত ম্লেচ্ছ বলা হয়। তবে সব মাংসভুকেরা ম্লেচ্ছ নয়। শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুযায়ী যারা মাংস গ্রহণ করে, তারা ম্লেচ্ছ নয়, কিন্তু যারা অবাধে মাংস খায়, তাদেরই ম্লেচ্ছ বলা হয়। শাস্ত্রাদিতে গোমাংস নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং বেদশাস্ত্রের অনুসারীদের দ্বারা বৃষ ও গাভীদের বিশেষ সুরক্ষার বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কলিযুগে, মানুষ যথেচ্ছভাবে বৃষ আর গাভীর দেহ গ্রাস করবে, আর তাই নানা ধরনের দুঃখ-দুর্দশা তারা ডেকে আনবে।

এই যুগের মানুষেরা কোনও যজ্ঞানুষ্ঠান করবে না। যদিও জড়জাগতিক পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় উপভোগে নিয়োজিত মানুষদের যজ্ঞানুষ্ঠান করা একান্ত প্রয়োজন, তবু ম্লেচ্ছ জনগণ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে নামমাত্র যত্ন নেবে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৩/১৪-১৬) যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দ্বারা জীবের সৃষ্টি হয়েছে, এবং ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার সময়ে জীবকে পালনের উদ্দেশ্যেই যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রথাও তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে। প্রথাটি হচ্ছে এই যে, শস্যাদি আর শাক-সবজি উৎপাদনের ওপর নির্ভর করেই জীব জীবনধারণ করে, এবং সেই ধরনের খাদ্যসামগ্রী আহার করে তারা রক্ত ও বীর্যরূপে শরীরের মূল জীবনীশক্তি পায়, আর রক্ত ও বীর্য থেকে জীবসত্তা অন্যান্য জীব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু শস্যাদি, তৃণ ইত্যাদির উৎপাদন বৃষ্টির দ্বারাই সম্ভবপর হয়, আর এই বৃষ্টি যথাযথভাবে বর্ষণ করানো হয় নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ঐ ধরনের যজ্ঞ সাম, যজুঃ, ঋক্, এবং অথর্ব নামে বেদশাস্ত্রাদির অনুশাসিত ধর্মাচরণ অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে।

মনু স্মৃতি শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে যে, অগ্নিহোত্র বেদীমূলে যজ্ঞ নিবেদনের মাধ্যমে সূর্যদেবকে সন্তুষ্ট করা যায়। যখন সূর্যদেব প্রীত হন, তিনি যথাযথভাবে সমুদ্র থেকে জল সংগ্রহ করেন, এবং তাই দিগন্তে প্রভূত মেঘের সঞ্চার হয় আর বৃষ্টি পড়ে। যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের পরে, মানুষ আর সমস্ত পশুদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শস্যাদির উৎপাদন হয়, আর তাই প্রগতিমূলক কার্যকলাপের জন্য জীবসত্তার মধ্যে শক্তি জাগে।

ম্লেচ্ছরা অবশ্য অন্য নানা প্রকার জীবজন্তুর সাথে বৃষ আর গাভীদের বধ করার উদ্দেশ্যে কসাইখানা বসাবার মতলব করে, ভাবে যে, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান আর শস্যাদি উৎপাদনের ব্যাপারে গ্রাহ্য না করে, তারা কল-কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা এবং পশুখাদ্য ভক্ষণের মাধ্যমে জীবনধারণ করেই সমৃদ্ধি লাভ করবে। কিন্তু তাদের অবশ্যই জানা দরকার যে, এমন কি ঐ পশুদের জন্যও ঘাসপাতা আর শাকসবজি উৎপাদন তাদের নিশ্চয় করতে হবে, না হলে পশুরা বাঁচতে পারে না। আর, পশুদের জন্য ঘাসপাতা ফলাতে গেলে, তাদের চাই প্রচুর বৃষ্টি। অতএব, সূর্যদেব, ইন্দ্রদেব এবং চন্দ্রদেবের মতো দেবতাদের কৃপার ওপরে তাদের শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতেই হয়, এবং ঐসব দেবতাদের প্রীতিসাধন করতে হয় যজ্ঞ-অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমেই।

এই জড় জগতটি এক ধরনের কারাগার, যা আমরা বেশ কয়েকবার বলেছি। দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের দাস, যাঁরা কারাগারটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। ঐ দেবতাগণ দেখতে চান, যে সমস্ত বিদ্রোহী জীব ভগবানে অবিশ্বাসী হয়েই বেঁচে থাকতে চায়, তারা যেন ক্রমেই পরমেশ্বর ভগবানের পরম শক্তির পানে ধাবিত হতে পারে। সেই কারণেই, যজ্ঞাদিতে নিবেদনের প্রথাটি শাস্ত্রাদির মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে।

জড়বাদী লোকেরা কঠোর পরিশ্রম করতে চায় এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগের উদ্দেশ্যে সকাম কর্মে আনন্দ পায়। তাই তারা জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই নানা ধরনের পাপাচরণ করে চলেছে। যাঁরা অবশ্য পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিসেবা চর্চায় সচেতন হয়ে আত্মনিয়োগ করে থাকেন, তাঁরা সকল রকমের পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। তাঁদের কার্যকলাপ জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যদোষ থেকে মুক্ত থাকে।

ভগবদ্ভক্তদের জন্য শাস্ত্রনির্দেশিত যজ্ঞাদি উদ্‌যাপনের কোন প্রয়োজনই হয় না, কারণ ভক্তের জীবনধারাটাই যজ্ঞকাণ্ডের একটা প্রতীক স্বরূপ। কিন্তু যে সব মানুষ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ফলাশ্রিত কার্যকলাপে নিয়োজিত থাকে, তাদের অবশ্যই বিধিবদ্ধ যজ্ঞাদি উদ্‌যাপন করতে হয়, কারণ ফলাকাঙ্ক্ষী কর্মীদের সকল পাপাচরণের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার সেটাই হচ্ছে একমাত্র উপায়। ঐ ধরনের পুঞ্জীভূত পাপরাশির প্রতিকারের উপায় হল যজ্ঞানুষ্ঠান। যখন ঐ সব যজ্ঞাদি উদ্‌যাপিত হয়, তখন দেবতারা সন্তুষ্ট হন, ঠিক যেমন কারাবাসীরা যখন অনুগত প্রজা হয়ে ওঠে, তখন কারারক্ষকও প্রীতি লাভ করে থাকেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবশ্য একমাত্র যজ্ঞ নিবেদনের নির্দেশ দিয়েছেন, যাকে বলা হয় সংকীর্তন-যজ্ঞ, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণের যজ্ঞ, যাতে প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই, ভগবদ্ভক্ত এবং ফলাকাঙ্ক্ষী কর্মীরা উভয়েই সংকীর্তন-যজ্ঞ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সমান উপকার লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২১

অরক্ষমাণাঃ স্ত্রিয় উর্বি বালান্
শোচস্যথো পুরুষাদৈরিবার্তান্ ।
বাচং দেবীং ব্রহ্মকুলে কুকর্মণ্য
ব্রহ্মণ্যে রাজকুলে কুলাগ্র্যান্ ॥ ২১ ॥

অরক্ষমাণাঃ—অরক্ষিত; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীলোকগণ; **উর্বি**—পৃথিবীতে; **বালান্**—শিশুগণ; **শোচসি**—করুণা অনুভব করছেন; **অথো**—তাই; **পুরুষ-আদৈঃ**—পুরুষদের দ্বারা; **ইব**—তেমনি; **আর্তান**—আর্ত-অসুখীদের; **বাচম্**—বাক্; **দেবীম্**—দেবী; **ব্রহ্মকুলে**—ব্রাহ্মণ বংশে; **কুকর্মণি**—ধর্মনীতি বিরোধী কাজে; **অব্রহ্মণ্যে**—ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিরোধী মানুষেরা; **রাজকুলে**—শাসকদের বংশে; **কুল-অগ্র্যান্**—সমস্ত পরিবারবর্গের অধিকাংশ (ব্রাহ্মণগণ)।

অনুবাদ

কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত মানুষদের দ্বারা পরিত্যক্ত অসহায় আশ্রয়হীন অসুখী স্ত্রীলোক এবং শিশুদের জন্য আপনি কি করুণা অনুভব করছেন? কিংবা ধর্মনীতি বিরোধী কার্যকলাপে মত্ত ব্রাহ্মণদের দ্বারা বাগ্‌দেবী পরিচালিত হচ্ছে বলে কি আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন? অথবা যে সমস্ত শাসককুল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে মান্য করে না, ব্রাহ্মণেরা তাদেরই কাছে আশ্রয় নিয়েছে বলে আপনি কি দুঃখিত ?

তাৎপর্য

কলিযুগে নারী ও শিশুরা, ব্রাহ্মণ ও গাভীদের মতোই দারুণভাবে অবহেলিত এবং অরক্ষিত অবস্থায় থাকবে। এই যুগটিতে অবৈধ নারী সংসর্গের ফলে বহু নারী ও শিশু অযত্নে থাকবে। পরিস্থিতির চাপে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে স্বাধীন হয়ে ওঠবার চেষ্টা করবে, এবং বিবাহ ব্যবস্থাটি পুরুষ এবং নারীর মাঝে একটা গতানুগতিক চুক্তির মতোই উদ্‌যাপিত হতে থাকবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, শিশুদের যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া হবে না। ব্রাহ্মণেরা ঐতিহ্যগুণে বুদ্ধিমান মানুষ, এবং তাই তাঁরা আধুনিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত হতে সক্ষম হবেন, তবে নিয়মনীতি ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে, তাঁরা চরম অধঃপতিত হবেন। শিক্ষা আর অসৎ চরিত্রের সমন্বয় সম্ভব নয়, কিন্তু কলিযুগে তা যুগপৎ সংঘটিত হবে।

শাসক সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ একদল হয়ে বৈদিক জ্ঞানের অনুশাসনাদির অবজ্ঞা করবে এবং তথাকথিত একটা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপরিচালনায় বেশি আগ্রহ দেখাবে, আর ঐসব কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত শাসকবর্গ তথাকথিত শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের মাথা যেন কিনে রাখবে। এমন কি, ধর্মনীতি সংক্রান্ত বহু গ্রন্থের গ্রন্থকার এবং দার্শনিকরাও সরকারী শাসন যন্ত্রের মধ্যে উচ্চ পদাধিকারী হয়ে বসবেন—যে সরকার শাস্ত্রাদির সমস্ত ধর্মনীতির অনুশাসনাদি অবজ্ঞা করে থাকে। ঐ ধরনের সেবাকার্য গ্রহণে ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই যুগটিতে তাঁরা যে শুধু ঐ ধরনের সেবাকার্যে নেমে পড়বেন, তাই নয়, ঐ কাজ হীনতম পর্যায়ের কাজ হলেও তাঁরা তা গ্রহণে দ্বিধা করবেন না। এগুলি মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণের পক্ষে অহিতকর কলিযুগের কয়েকটি লক্ষণাদি।

শ্লোক ২২

কিং ক্ষত্রবন্ধূন্ কলিনোপসৃষ্টান্
রাষ্ট্রাণি বা তৈরবরোপিতানি ।
ইতস্ততো বাশনপানবাসঃ-
স্নানব্যবায়োন্মুখজীবলোকম্ ॥ ২২ ॥

কিম্—কি; **ক্ষত্রবন্ধূন্**—অযোগ্য ক্ষত্রিয় শাসকবর্গ; **কলিনা**—কলিযুগের প্রভাবে; **উপসৃষ্টান্**—বিভ্রান্ত; **রাষ্ট্রাণি**—রাষ্ট্র পরিচালনা কাজে; **বা**—অথবা; **তৈঃ**—ঐগুলির দ্বারা; **অবরোপিতানি**—বিপর্যস্ত; **ইতঃ**—এখানে; **ততঃ**—সেখানে; **বা**—অথবা;

অশন—আহার; **পান**—পান করা; **বাসঃ**—বাস করা; **স্নান**—স্নান; **ব্যবায়**—যৌন সঙ্গম; **উন্মুখ**—উন্মুখ; **জীবলোকম্**—মানব-সমাজ।

অনুবাদ

তথাকথিত ক্ষত্রিয় শাসকবর্গ এখন এই কলিযুগের প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, আর তাই তারা সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। আপনি কি এই বিপর্যয়ের জন্য শোকাভিভূত হয়েছেন? এখন সাধারণ লোকে আহার, নিদ্রা, পান, যৌন সংসর্গ ইত্যাদি ব্যাপারে বিধিনিয়মাদি কিছুই মেনে চলে না, আর সে-সব কাজ তারা যত্রতত্র ইচ্ছামতো করে থাকে। এর জন্য আপনি কি দুঃখিত?

তাৎপর্য

জীবনের কতকগুলি প্রয়োজন আছে, যেগুলি ইতর পশুদের সম স্তরের, এবং সেগুলি হল আহার, নিদ্রা, ভয় এবং যৌন সংসর্গ বা মৈথুন। এই দৈহিক চাহিদাগুলি মানুষ আর পশু উভয়েরই আছে। তবে মানুষকে সেই আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণ করতে হয় পশুদের মতো নয়, মানুষের মতো। একটা কুকুর বিনা দ্বিধায় লোকচক্ষুর সামনেই একটা কুকুরীর সাথে মৈথুন করতে পারে, কিন্তু যদি একটা মানুষ তেমনি করে, তবে সেই কাজ একটা সামাজিক নোংরা কাজ বলেই মনে করা হয়, এবং লোকটিকে দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত করাও হবে। তা হলে মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণ চাহিদাগুলি পূরণের জন্যও কিছু বিধিনিয়ম রয়েছে।

মানব সমাজ যখন কলিযুগের প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়, তখন এই ধরনের বিধিনিয়মাদি লঙ্ঘন করতে থাকে। এই যুগে, বিধিনিয়মাদি না মেনেই লোকে জীবনের ঐসব প্রয়োজনগুলিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, আর সামাজিক ও নৈতিক নিয়মাদির এই অধঃপতন অবশ্যই দুঃখজনক, কারণ ঐ ধরনের পশুসুলভ আচরণের অহিতকর পরিণাম ঘটে।

এই যুগে, পিতা এবং অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের আচরণে সুখী নন। তাঁদের জানা দরকার যে, কলিযুগের প্রভাব থেকে লব্ধ কুসঙ্গের শিকার হচ্ছে কত নিরীহ শিশু। *শ্রীমদ্ভাগবত* গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এক ব্রাহ্মণের নিরীহ এক শিশুপুত্র অজামিল পথ দিয়ে যাচ্ছিল এবং দেখতে পায় এক শূদ্র-যুগল যৌন আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই ব্যাপারটি ছেলেটিকে আকৃষ্ট করেছিল, এবং পরে ছেলেটি সকল রকমের ব্যভিচারিতার শিকার হয়ে পড়ে। এক শুদ্ধ ব্রাহ্মণ থেকে সে অধঃপতিত হয় অর্বাচীন চপলমতি এক তরুণের পর্যায়ে, আর এই সবই ঘটেছিল কুসঙ্গের প্রভাবে।

তখনকার দিনে অজামিলের মতো কুসঙ্গের শিকার একজন মাত্রই হয়েছিল, কিন্তু এই কলিযুগে নিরীহ বেচারী ছাত্রছাত্রীদের কতজনেই তো সিনেমার শিকার হচ্ছে প্রতিদিন, যে-সিনেমা মানুষকে আকর্ষণ করে শুধুই যৌনতাকে চরিতার্থ করার জন্য।

তথাকথিত শাসকবর্গ ক্ষত্রিয়েরা সবাই ক্ষত্রিয়ের উপযোগী কার্যকলাপে একেবারেই শিক্ষাদীক্ষাহীন। ক্ষত্রিয়দের কাজ শাসন-প্রশাসন, আর তেমনই ব্রাহ্মণদের কাজ হল জ্ঞানচর্চা আর মানুষকে পথনির্দেশ দান করা। 'ক্ষত্রবন্ধু' কথাটি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে তথাকথিত শাসকবর্গ বা সেই সব লোকেদের, যারা কোনও সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মাধ্যমে যথার্থ সুশিক্ষা গ্রহণ না করেই শাসকের পদমর্যাদায় উন্নীত হয়ে বসেছে। আজকাল তারা ঐ ধরনের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হচ্ছে জনগণের ভোটের জোরে, আর সেই জনগণ নিজেরাই জীবনের বিধিনিয়ম থেকে অধঃপতিত হয়ে পড়েছে। ঐ জনগণ যখন নিজেরাই জীবনের নির্ধারিত মান থেকে অধঃপতিত হয়ে পড়েছে, তবে তারা কেমন করে যথার্থ লোক নির্বাচন করতে পারে?

অতএব, কলিযুগের প্রভাবে, সর্বত্রই, রাজনৈতিক, সামাজিক, বা ধর্ম সংক্রান্ত প্রতিটি ব্যাপারেই সব বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, আর তাই সুস্থির প্রকৃতির মানুষের কাছে এই সবই পরম দুঃখজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্লোক ২৩

যদ্বাম্ব তে ভূরিভরাবতার-
কৃতাবতারস্য হরের্ধরিত্রি ।
অন্তর্হিতস্য স্মরতী বিসৃষ্টা
কর্মাণি নির্বাণবিলম্বিতানি ॥ ২৩ ॥

যদ্বা—হতে পারে; **অম্ব**—হে মাতঃ; **তে**—আপনার; **ভূরি**—প্রভূত; **ভর**—ভার; **অবতার**—ভার কমানো; **কৃত**—করা; **অবতারস্য**—যিনি অবতার হয়েছেন; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **ধরিত্রি**—হে পৃথিবী; **অন্তঃ হিতস্য**—যিনি এখন অন্তর্হিত; **স্মরতি**—তাঁর চিন্তায়; **বিসৃষ্টা**—যা কিছু সাধিত হয়েছিল; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **নির্বাণ**—মোক্ষ; **বিলম্বিতানি**—যা ঘটে থাকে।

অনুবাদ

হে ধরিত্রী মাতা, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতারত্ব গ্রহণ করেছিলেন কেবলই আপনার প্রভূত ভার লাঘবের

জন্য। এখানে তাঁর সকল লীলা সম্পাদনই অপ্রাকৃত, আর সেগুলি মোক্ষলাভের পথ সুদৃঢ় করে তোলে। এখন তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন বলে আপনি নিশ্চয়ই তাঁর লীলাকথা স্মরণ করছেন এবং মনে হয় সেগুলির অভাবে শোকাকুলা হচ্ছেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের মধ্যে মোক্ষদান বিষয়ক লীলাও থাকে, তবে নির্বাণ বা মোক্ষ বিষয়ক কার্যকলাপের চেয়ে অন্যান্য লীলা থেকেই বেশি আনন্দ আস্বাদন করা যায়। শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এখানে যে *'নির্বাণ-বিলম্বিতানি'* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ যা মোক্ষলাভের মূল্য মর্যাদা হ্রাস করে। *'নির্বাণ'* লাভ করতে হলে কঠোর তপস্যা করতে হয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি ভূ-ভার হরণ করার উদ্দেশ্যে অবতারত্ব গ্রহণ করেন।

কেবলমাত্র এই সব কার্যকলাপ স্মরণ করার মাধ্যমেই, মানুষ 'নির্বাণ' থেকে অর্জিত আনন্দ তৃপ্তি তাচ্ছিল্য করে, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত পরমধামে উপনীত হয়ে, ভগবানের প্রেমানন্দময় ভক্তি সেবা চর্চায় নিত্যকাল ধরে নিয়োজিত থেকে তাঁর সান্নিধ্যসুখ লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২৪

ইদং মমাচক্ষ্ব তবাধিমূলং
বসুন্ধরে যেন বিকর্শিতাসি ।
কালেন বা তে বলিনাং বলীয়সা
সুরার্চিতং কিং হৃতমম্ব সৌভগম্ ॥ ২৪ ॥

ইদম্—এই; **মম**—আমার কাছে; **আচক্ষ্ব**—দয়া করে বলুন; **তব**—আপনার; **আধিমূলম্**—আপনার মনস্তাপের মূল কারণ; **বসুন্ধরে**—হে বসুন্ধরা; সকল ঐশ্বর্যের আধার; **যেন**—যার দ্বারা; **বিকর্শিতা অসি**—দুঃখ ক্লেশে জর্জরিত; **কালেন**—কালক্রমে; **বা**—অথবা; **তে**—আপনার; **বলিনাম্**—অতি বলিষ্ঠ; **বলীয়সা**—অতি বলবান; **সুর-অর্চিতম্**—দেবতাদের দ্বারা পূজিত; **কিম্**—কি; **হৃতম্**—অপহৃত; **অম্ব**—মাতা; **সৌভগম্**—সৌভাগ্য।

অনুবাদ

হে মাতা বসুন্ধরা, সকল ঐশ্বর্যের আপনি আধার। অনুগ্রহ করে আপনার মনস্তাপের মূল কারণ আমাকে বলুন, যার ফলে আপনি দুঃখ ক্লেশে জর্জরিত হয়ে এমন দুর্বল ক্ষীণতনু হয়েছেন। আমার মনে হয়, কালের দারুণ প্রভাব যা অতি বলিষ্ঠকেও পরাভূত করে, তার দ্বারাই আপনার সমগ্র সৌভাগ্য অপহৃত হয়েছে, যে-সৌভাগ্য দেবতাদের দ্বারাও বন্দিত হত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের করুণায়, এক-একটি গ্রহের প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ সম্যক্‌ভাবে সুসজ্জিত হয়েই সৃষ্ট হয়েছে। তাই কেবলমাত্র এই পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতিপালনের উদ্দেশ্যেই এই গ্রহটি আগাগোড়া সাজানো হয়েছে, তা নয়—পরমেশ্বর ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন সমগ্র পৃথিবী এমনই সকল ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে যে, স্বর্গলোকের অধিবাসী দেবতারাও সম্পূর্ণ প্রীতিভরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় সমগ্র পৃথিবীকে মুহূর্তের মধ্যে বদলে ফেলা যেতে পারে। তাঁর অভিলাষ অনুসারে কোনও জিনিস তিনি গড়তে পারেন, তিনি ভাঙতেও পারেন। সুতরাং নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের অধীনতার ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত স্বতন্ত্র এবং স্বনির্ভর সত্তা বলে মনে না করাই উচিত।

শ্লোক ২৫

ধরণ্যুবাচ

ভবান্ হি বেদ তৎ সর্বং যন্মাং ধর্মানুপৃচ্ছসি ।
চতুর্ভির্বর্ততে যেন পাদৈর্লোকসুখাবহৈঃ ॥ ২৫ ॥

ধরণী উবাচ—পৃথিবী মাতা বললেন; **ভবান্**—আপনি; **হি**—অবশ্যই; **বেদ**—জানেন; **তৎ সর্বম্**—আমার কাছে যা কিছু জানতে চেয়েছেন; **যৎ**—যা; **মাম্**—আমার কাছে; **ধর্ম**—হে ধর্মনীতির পরম পুরুষ; **অনুপৃচ্ছসি**—আপনি একে একে জানতে চেয়েছেন; **চতুর্ভিঃ**—চারটি দ্বারা; **বর্ততে**—আপনি আছেন; **যেন**—যার দ্বারা; **পাদৈঃ**—পায়ের দ্বারা; **লোক**—একে একে প্রতিটি গ্রহলোকে; **সুখ-আবহৈঃ**—সুখ বৃদ্ধিকারক।

অনুবাদ

ধরিত্রী (গাভী রূপী) তাই ধর্মরাজকে (বৃষ রূপ) উত্তর দিলেন, হে ধর্মরাজ, আমার কাছে যা কিছু জানতে চেয়েছেন, সবই আপনি নিশ্চয়ই জানেন। ঐ সমস্ত প্রশ্নেরই আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। একদা আপনিও চারটি পদের ওপরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সুখ বর্ধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধর্মনীতি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানই নির্ধারিত করেছেন, এবং সেই বিধিনিয়মগুলিকে কার্যকর করেন ধর্মরাজ, অর্থাৎ যমরাজ। ঐসব বিধিনিয়মাদি সত্যযুগেই পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে, ত্রেতাযুগে সেগুলির কার্যকারিতা এক-চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়ে যায়, দ্বাপর যুগে সেগুলি অর্ধেক অংশ কমে যায়, এবং কলিযুগে সেগুলি এক-চতুর্থাংশ মাত্র এসে দাঁড়ায়, ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে শূন্য হয়ে যায়, আর তখন প্রলয় নেমে আসে।

পৃথিবীতে সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে আনুপাতিকভাবে ধর্মনীতিগুলি সংরক্ষণেরই ওপরে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত দুই উপায়েই। সকল রকমের বিরূপতার মাঝেও ঐসব বিধিনিয়মাদি রক্ষা করার মধ্যেই মানুষের উত্তম সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাতেই মানুষ সারা জীবন সুখী হয়ে থেকে, অবশেষে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ২৬-৩০

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্ ।
শমোদমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্যং শৌর্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্যং মার্দবমেব চ ॥ ২৭ ॥
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ ।
গাম্ভীর্যং স্থৈর্যমাস্তিক্যং কীর্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ ॥ ২৮ ॥
এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥ ২৯ ॥

তেনাহং গুণপাত্রেণ শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতম্ ।
শোচামি রহিতং লোকং পাপ্‌মনা কলিনেক্ষিতম্ ॥ ৩০ ॥

সত্যম্—যথার্থ ভাষণ; **শৌচম্**—শুদ্ধতা; **দয়া**—পরের দুঃখে অসহনীয়তা; **ক্ষান্তিঃ**—ক্রোধের কারণ ঘটলেও চিত্তের সংযম; **ত্যাগঃ**—মুক্ত হস্তে দান-দাক্ষিণ্য; **সন্তোষঃ**—অল্পেই তৃপ্তি; **আর্জবম্**—ঋজুতা; **শমঃ**—মনঃসংযোগ; **দমঃ**—বাহ্যেন্দ্রিয়াদি সংযম; **তপঃ**—স্বধর্ম প্রতিপালনে দায়িত্বজ্ঞান; **সাম্যম্**—শত্রু-মিত্রে ভেদাভেদ হীনতা; **তিতিক্ষা**—অন্যের অপরাধের সহনশীলতা; **উপরতিঃ**—লাভ-ক্ষতি বিষয়ে উদাসীনতা; **শ্রুতম্**—শাস্ত্রবিচার ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদি অনুধাবন; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান (আত্ম-উপলব্ধি); **বিরক্তিঃ**—ইন্দ্রিয় উপভোগে বিতৃষ্ণা; **ঐশ্বর্যম্**—নিয়ন্ত্রণক্ষমতা (নেতৃত্ব); **শৌর্যম্**—সংগ্রামে উৎসাহ; **তেজঃ**—প্রভাব; **বলম্**—অসম্ভবকে সম্ভব করবার দক্ষতা; **স্মৃতিঃ**—যথাযথভাবে কর্তব্য-অকর্তব্যের যথার্থতা অনুসন্ধান; **স্বাতন্ত্র্যম্**—পরাধীন না হয়ে থাকা; **কৌশলম্**—সকল কাজকর্মে ক্রিয়ানিপুণতা; **কান্তিঃ**—সৌন্দর্য; **ধৈর্যম্**—ব্যাকুলতা থেকে মুক্তি; **মার্দবম্**—চিত্তের নমনীয়তা; **এব**—তাই; **চ**—ও; **প্রাগল্‌ভ্যম্**—প্রতিভার আতিশয্য; **প্রশ্রয়ঃ**—বিনয়; **শীলম্**—ভদ্র স্বভাব; **সহঃ**—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; **ওজঃ**—যথার্থ জ্ঞান; **বলম্**—কর্মপটুতা; **ভগ**—উপভোগের বিষয়বস্তু; **গাম্ভীর্যম্**—উৎফুল্লতা; **স্থৈর্যম্**—অচঞ্চলতা; **আস্তিক্যম্**—বিশ্বস্ততা; **কীর্তিঃ**—যশ; **মানঃ**—মাননীয়তা; **অনহঙ্কৃতঃ**—গর্বশূন্য; **এতে**—এই সকল; **চ-অন্যে**—এবং অন্যান্য আরও; **চ**—এবং; **ভগবন্**—পুরুষোত্তম ভগবান; **নিত্যাঃ**—নিত্যকাল স্থায়ী; **যত্র**—যেখানে; **মহাগুণাঃ**—মহৎ গুণাবলী; **প্রার্থ্যাঃ**—প্রার্থনীয়; **মহত্তম্**—মহত্ত্ব; **ইচ্ছন্তিঃ**—যাঁরা তা ইচ্ছা করেন; **ন**—কখনই না; **বিয়ন্তি**—ক্ষীণ হয়ে আসে; **স্ম**—কখনও; **কর্হিচিৎ**—কোনও সময়ে; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **অহম্**—আমি; **গুণপাত্রেণ**—সর্ব গুণবৈশিষ্ট্যের আধার; **শ্রী**—ঐশ্বর্য সম্পদের দেবী লক্ষ্মী; **নিবাসেন**—নিবাসস্থলে; **সাম্প্রতম্**—অতি সম্প্রতিকালে; **শোচামি**—আমি চিন্তা করছি; **রহিতম্**—বিরহিত; **লোকম্**—গ্রহলোকসমূহ; **পাপ্‌মনা**—সকল পাপাচরণের ভাণ্ডার; **কলিনা**—কলির দ্বারা; **ঈক্ষিতম্**—দৃষ্টিপাতে।

অনুবাদ

তাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত রয়েছে (১) সত্যবাদিতা, (২) শুচিতা, (৩) অন্যের দুঃখে অসহনীয়তা, (৪) ক্রোধ সংযমের ক্ষমতা, (৫) অল্পে তুষ্টি, (৬) ঋজুতা, (৭) মনের অচঞ্চলতা, (৮) বাহ্যেন্দ্রিয়াদির সংযম, (৯) কর্তব্য-অকর্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান,

(১০) সাম্যভাব, (১১) সহনশীলতা, (১২) শত্রুমিত্র ভেদাভেদ-শূন্যতা, (১৩) বিশ্বস্ততা, (১৪) জ্ঞান, (১৫) ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে বিতৃষ্ণা, (১৬) নেতৃত্ব, (১৭) শৌর্য, (১৮) প্রভাব, (১৯) সব কিছু সম্ভব করার ক্ষমতা, (২০) যথাযথ-ভাবে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের দক্ষতা, (২১) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা (পরাধীনতাশূন্য), (২২) কর্মকুশলতা, (২৩) সম্যক্ সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা, (২৪) উদ্বেগহীন ধৈর্য, (২৫) মৃদুতা, (২৬) অভিনবত্ব, (২৭) ভদ্রস্বভাব, (২৮) মুক্ত হস্তে দান-দাক্ষিণ্য, (২৯) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, (৩০) সকল জ্ঞানের পরিশুদ্ধি, (৩১) যথার্থ কর্ম প্রয়াস, (৩২) সকল ভোগ্যবস্তুতে অধিকার, (৩৩) উৎফুল্লতা, (৩৪) স্থৈর্য, (৩৫) নির্ভরযোগ্যতা, (৩৬) যশ, (৩৭) মাননীয়তা, (৩৮) গর্বশূন্যতা, (৩৯) ভগবত্তা, (৪০) নিত্যতা, এবং অন্যান্য আরও অনেক অপ্রাকৃত গুণবৈশিষ্ট্যাদি যা নিত্য বিরাজমান ও যেগুলি কখনই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সকল সাত্ত্বিকতা এবং সৌন্দর্যের আধার পুরুষোত্তম ভগবান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীর বুকে এখন তাঁর অপ্রাকৃত লীলা সংবরণ করেছেন। তাঁর অপ্রকটকালে, কলিযুগ সর্বত্র তার প্রভাব বিস্তার করেছে, তাই আমি এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে দুঃখিত হচ্ছি।

তাৎপর্য

পৃথিবীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ধুলায় পরিণত করার পরে ধূলিকণার অণু-পরমাণুগুলিকে গণনা করা যদিও-বা সম্ভব হয়, তবু পরমেশ্বর ভগবানের অতলান্ত অপ্রাকৃত গুণবৈশিষ্ট্যরাজির অনুমান করা সম্ভবপর নয়। বলা হয় যে, অনন্তদেব নাগ তাঁর অগণিত জিহ্বার সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত গুণবৈশিষ্ট্যরাজি ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস নিয়েছেন, এবং তাতেও একাদিক্রমে অগণিত বর্ষব্যাপী পরমেশ্বরের গুণবৈশিষ্ট্যাদির সম্যক্ পরিমাপ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পরমেশ্বর ভগবানের গুণরাজির উপরোক্ত বিবৃতিটি থেকে কেবলমাত্র অনুমান করা যায় যে, কোনও মানুষ তাঁকে কতটুকুই বা দেখতে বুঝতে পারে। তা হলেও উপরোক্ত গুণরাজিকে অনেকগুলি উপশিরোনামে শ্রেণীবিভক্ত করা চলে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, তৃতীয় গুণবৈশিষ্ট্যটি, অর্থাৎ অন্যের দুঃখে অসহনীয়তা,—গুণটিকে নিম্নোক্তভাবে উপবিভক্ত করা যায় ঃ

(১) আত্মসমর্পিত জীবাত্মার সুরক্ষা, এবং (২) ভগবদ্ভক্তজনের কল্যাণ কামনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন, তিনি চান প্রতিটি জীবাত্মা শুধুমাত্র তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করুক, এবং তিনি প্রত্যেককেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যদি কেউ তা করে, তা হলে তার সকল পাপাচরণ থেকে তাঁকে তিনিই রক্ষা করবেন।

ভগবানের কাছে আত্মসমর্পিত নয় যারা, তারা ভগবদ্ভক্তও নয়, এবং সেই হেতুই সর্বসাধারণের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য বিশেষ সুরক্ষার কোনই ব্যবস্থা থাকে না। ভগবদ্ভক্তজনের জন্য ভগবানের সকল শুভেচ্ছা বর্ষিত হয়, আর যাঁরা বাস্তবিকই পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী ভক্তিসেবা চর্চায় নিয়োজিত থাকেন, তিনি তাঁদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আরোপ করে থাকেন। ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে শুদ্ধ ভক্তদের দায়িত্ব-কর্তব্যাদি সুসম্পন্ন করার জন্য তিনি তাদের পথনির্দেশ করে থাকেন।

সাম্যভাব (১০) দ্বারা বোঝায় যে, পরমেশ্বর ভগবান সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাময়, ঠিক যেমন সূর্য প্রত্যেকের ওপরেই সমানভাবে তার কিরণ বর্ষণ করে চলেছে। তবু অনেকেই আছে যারা সূর্যকিরণের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে অক্ষম।

তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন যে, তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই তাঁর কাছ থেকে পরিপূর্ণ সুরক্ষার নিশ্চিন্ততা লাভ করা যায়, কিন্তু হতভাগ্য মানুষেরা এই সুব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে অক্ষম, এবং তাই তারা সকল রকমের জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে কষ্টভোগ করে।

সুতরাং যদিও পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকেরই প্রতি সমভাবে কল্যাণময়, তবু হতভাগ্য জীবেরা কুসংসর্গ দোষে তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে গ্রহণ করতে অক্ষম হয় এবং এর জন্য পরমেশ্বর ভগবানকে কখনই দোষারোপ করা চলে না। তাঁকে কেবল ভক্তজনের হিতাকাঙ্ক্ষী বলা হয়ে থাকে। তাঁকে মনে হয় তাঁর ভক্তজনের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সমভাবাপন্ন মনোযোগ গ্রহণ করা বা বর্জন করা জীবসত্তার অভিরুচির ওপরেই নির্ভর করে থাকে।

পরমেশ্বর ভগবান কখনই তাঁর প্রতিশ্রুতির মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হন না। তিনি যখন সুরক্ষার আশ্বাস দেন, তখন সেই প্রতিশ্রুতি সমস্ত পরিস্থিতিতেই কার্যকর হয়ে থাকে।

শুদ্ধ ভক্তের কর্তব্য হল ভগবান অথবা ভগবানের যথার্থ প্রতিনিধি গুরুদেব প্রদত্ত নির্দেশ পালনে স্থির হওয়া। পরমেশ্বর ভগবান কিংবা পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ প্রতিনিধি যিনি পারমার্থিক দীক্ষাগুরু শুদ্ধ ভক্তের ওপরে যে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, তা সুসম্পন্ন করাই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের কাজ। বাকিটা পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারাই নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

পরমেশ্বর ভগবানের দায়দায়িত্বও অতুলনীয়। ভগবানের কোনই দায়দায়িত্ব নেই যেহেতু তাঁর সকল কাজই তাঁর বিভিন্ন কর্মরত শক্তিরাজির দ্বারাই সাধিত হয়ে থাকে। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর অপ্রাকৃত লীলা-অভিনয়াদির বিভিন্ন ভূমিকা

উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। বালকরূপে তিনি গোপবালকের ভূমিকায় লীলা করছিলেন। নন্দ মহারাজের পুত্র হয়ে, তিনি যথাযথভাবে সব কর্তব্য পালন করতেন। সেই ভাবেই, যখন তিনি মহারাজা বসুদেবের পুত্ররূপে এক ক্ষত্রিয়ের ভূমিকায় লীলা প্রদর্শন করছিলেন, তখন তিনি রণকৌশলে উদ্দীপ্ত ক্ষত্রিয়ের সমস্ত দক্ষতাই দেখিয়েছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, ক্ষত্রিয় রাজাকে যুদ্ধ বা অপহরণ করে স্ত্রীলাভ করতে হত। কোনও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই ধরনের আচরণ প্রশংসাযোগ্য, যেহেতু ক্ষত্রিয়মাত্রই অবশ্যই তার ভাবী স্ত্রীকে তার নিজের শৌর্যের পরিচয় দেবে যাতে কোনও ক্ষত্রিয়ের কন্যা দেখতে পায় যে, তার ভাবী-পতি কতখানি শৌর্যবীর্যসম্পন্ন।

পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও তাঁর বিবাহের সময় এই ধরনের শৌর্যভাবের প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি সর্বাপেক্ষা কঠিন হরধনু ভঙ্গ করেন এবং সর্ব ঐশ্বর্যের জননী সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

ক্ষত্রিয় তেজস্বিতার অভিপ্রকাশ হতে দেখা যায় বিবাহ উৎসবাদির মধ্যে, এবং ঐ ধরনের সংগ্রামের মধ্যে খারাপ কিছুই নেই। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ঐ ধরনের কর্তব্যভার পালন করেছিলেন সম্যক্‌ভাবে, কারণ তাঁর যদিও ষোল সহস্রেরও বেশি স্ত্রী ছিলেন, তবু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তিনি শৌর্যবান ক্ষত্রিয়ের মতোই লড়াই করে স্ত্রী লাভ করেন। ষোল হাজার স্ত্রীলাভ করার জন্য ষোল হাজার বার সংগ্রাম করা একমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভবপর। তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলার প্রতিটি কাজের মধ্যেই তিনি এইভাবেই সম্যক্ দায়িত্ব-সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

চতুর্দশতম গুণবৈশিষ্ট্য যে জ্ঞান, তাকে আবার পঞ্চবিধ উপবিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা—(১) বুদ্ধিমত্তা, (২) কৃতজ্ঞতা, (৩) দেশ, কাল, পাত্রভেদে পরিস্থিতির বিচার বিচক্ষণতা, (৪) সর্ব বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান, এবং (৫) আত্মজ্ঞান। শুধু নির্বোধ মূর্খেরাই তাদের হিতৈষীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। অবশ্য ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ফলে তাঁর স্বীয় অস্তিত্ব ব্যতীত আর কারও কাছ থেকে কোন কিছু লাভের প্রত্যাশা করেন না, তবু তাঁর অনন্য ভক্ত যখন তাঁর সেবা করেন, তখন তিনি উপকৃত বোধ করেন। ভগবান তাঁর ভক্তের সরল অহৈতুকী নিঃশর্ত ভক্তির জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন এবং তার সেবা করে প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করেন, যদিও ভক্তের হৃদয়েও এই প্রকার কোন রকম প্রতিদানের প্রত্যাশা থাকে না। ভক্তের কাছে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবাই তাঁর অপ্রাকৃত লাভ এবং তাই ভগবানের কাছ থেকে আর কোন কিছুই ভক্তের প্রত্যাশা করার থাকে

না। বৈদিক সূত্র *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* থেকে জানা যায় যে, জড় আকাশ যেমন জড় জগতের সর্বত্র অবস্থিত, ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিও তেমনই সব কিছুরই অন্তরে এবং বাহিরে পরিব্যাপ্ত এবং তাই তিনি সর্বজ্ঞ।

ভগবানের সৌন্দর্যের এমন কতকগুলি অসামান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাঁকে অন্য সমস্ত জীব থেকে স্বতন্ত্র রাখে, এবং সর্বোপরি তাঁর সৌন্দর্যের এমন কতকগুলি অসাধারণ আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ভগবানের অনন্য সুন্দর সৃষ্টি শ্রীমতী রাধারানীরও চিত্ত আকর্ষণ করে। এই জন্য তাঁর আর এক নাম মদনমোহন, অর্থাৎ যিনি কামদেব মদনের মনকেও মোহিত করেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শ্রীভগবানের অন্যান্য অপ্রাকৃত গুণাবলীর বিশ্লেষণ করেছেন এবং তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সম্যক্ পরম পুরুষোত্তম ভগবান (পরব্রহ্ম)। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি সর্বশক্তিমান, এবং তাই তিনি যোগেশ্বর অর্থাৎ সকল যোগশক্তির পরম প্রভু। তাঁর নিত্য শাশ্বত রূপ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। অভক্ত শ্রেণীর লোকেরা তাঁর চিন্ময় জ্ঞানের অসামান্য গতিষ্ণু প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কারণ তারা তাঁর নিত্য জ্ঞানময় রূপ পর্যন্ত পৌঁছেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত মহাত্মারাই তাঁর সমপর্যায়ের জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। তার অর্থ হচ্ছে এছাড়া আর সমস্ত জ্ঞানই নিত্য অসম্পূর্ণ, পরিবর্তনসাপেক্ষ এবং পরিমাপযোগ্য, সে-ক্ষেত্রে, ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান নিত্য দৃঢ়বদ্ধ এবং অতলান্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল সূত গোস্বামী প্রতিপন্ন করেছেন যে, দ্বারকার অধিবাসীরা যদিও তাঁকে প্রতিদিন দর্শন করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা বারবার তাঁকে দেখার জন্য আকুল হয়ে থাকতেন। জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবলী তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য বলে উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তারা কখনও তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এই জড় জগৎ মহত্তত্ত্ব থেকে প্রকাশিত, যা কারণ-সমুদ্রে শায়িত যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ভগবানের স্বপ্নসদৃশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমগ্র সৃষ্টি বাস্তব বলে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ ভগবানের স্বপ্নও বাস্তবতার অভিব্যক্তি তাই সব কিছুই তাঁর অপ্রাকৃত নিয়ন্ত্রণের অধীন, এবং তাই যখনই যেখানে তিনি প্রকাশিত হন, সেখানেই তিনি তাঁর পূর্ণরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন।

পূর্বোক্ত গুণাবলীতে বিভূষিত ভগবান সৃষ্টির সমস্ত বিষয় প্রতিপালন করেন, এবং তার মাধ্যমে তিনি তাঁর হস্তে নিহত তাঁর শত্রুদেরও মুক্তি দান করেন। তিনি সর্বোচ্চ স্তরের মুক্তাত্মার কাছেও সর্বাকর্ষক, এবং তাই তিনি ব্রহ্মা এবং দেবাদিদেব মহাদেবেরও পূজ্য। এমন কি পুরুষ অবতার রূপেও তিনি সৃষ্টিমূলক শক্তির

ঈশ্বর। জড়া সৃষ্টিশক্তি তাঁরই নির্দেশনায় কার্য করে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে। তিনি সর্বতোভাবে জড়া শক্তির নিয়ন্তা, এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে জড়া শক্তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলীতে তিনি অসংখ্য অবতারের কারণ।

একটি মাত্র ব্রহ্মাণ্ডেই পাঁচ লক্ষেরও অধিক মনুরূপে তিনি অবতীর্ণ হন, এ ছাড়া তো আরও অনেক অবতার রয়েছে। মহত্তত্ত্বের অতীত চিন্ময় জগতে অবশ্য তাঁর অবতরণের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু বিভিন্ন বৈকুণ্ঠে তিনি বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন।

মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, চিৎ-জগতে অন্তত তার থেকে তিনগুণ বেশি বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে। সেখানে সমস্ত নারায়ণরূপ বাসুদেবের বিস্তার, এবং তাই তিনি একাধারে বাসুদেব, নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি একই রূপে শ্রীকৃষ্ণ *গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব* । তাই তাঁর গুণাবলীর পরিমাপ কেউ করতে পারে না, তা তিনি যতই মহৎ হন না কেন।

শ্লোক ৩১

আত্মানং চানুশোচামি ভবন্তং চামরোত্তমম্ ।
দেবান্ পিতৃনৃষীন্ সাধূন্ সর্বান্ বর্ণাংস্তথাশ্রমান্ ॥ ৩১ ॥

আত্মানম্—আমি; **চ**—ও; **অনুশোচামি**—শোক করি; **ভবন্তম্**—তুমি; **চ**—ও; **অমরোত্তমম্**—দেবশ্রেষ্ঠ; **দেবান্** —দেবতাদের; **পিতৃন্**—পিতৃলোকের অধিবাসীদের; **ঋষীন্**—ঋষিদের; **সাধূন্**—ভক্তদের; **সর্বান্**—সকলের; **বর্ণান্**—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণাদি; **তথা**—এবং; **আশ্রমান্**—মানব সমাজের ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্যাদি চারি আশ্রম বিভাগ।

অনুবাদ

হে দেবশ্রেষ্ঠ, তোমার এবং আমার নিজের এবং সকল দেবতা, ঋষি, পিতৃলোকবাসী, ভগবদ্ভক্তজন এবং মানব সমাজের বর্ণ ও আশ্রম প্রথার অনুসরণকারী সকলের অবস্থা বিবেচনা করে আমি শোক করছি।

তাৎপর্য

মানব সমাজের পূর্ণতা সম্পাদন করার জন্য মানুষ, দেবতা, ঋষি, পিতৃলোকের অধিবাসী এবং ভগবদ্ভক্ত সাধুজনের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা এবং বর্ণ ও

আশ্রম ব্যবস্থার বিজ্ঞানসম্মত আচরণের ব্যবস্থা রয়েছে। দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ঋষিদের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত বিজ্ঞানসম্মত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মাধ্যমেই পশু জীবন এবং মনুষ্য জীবনের পার্থক্য সূচিত হয় এবং তা ক্রমে ক্রমে মানুষকে পরম নিত্য সত্য, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে।

ভগবৎ প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্ম, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পাশবিক চেতনাকে দিব্য চেতনায় উন্নীত করা, তা যখন অজ্ঞানতার ব্যাপকতার ফলে ভেঙে পড়ে, তখন জীবনের শান্তি এবং সমৃদ্ধির সামগ্রিক সুব্যবস্থাটি অচিরেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

কলিযুগে বিষধর কালসর্পের প্রথম আক্রমণটি হয় ভগবৎ প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্মকে দংশনের মাধ্যমে এবং তার ফলে যথাযথভাবে ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন মানুষেরা শূদ্র নামে অভিহিত হচ্ছে, এবং শূদ্রোচিত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষেরা ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃতি লাভ করছে, আর এই সবই ঘটছে মিথ্যা জন্মগত অধিকারের দাবিতে। জন্মগত দাবির ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ হওয়া মোটেই সমীচীন নয়, যদিও তা ব্রাহ্মণত্ব লাভের অন্যতম একটি যোগ্যতা হতে পারে।

কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রকৃত গুণ হচ্ছে মন এবং ইন্দ্রিয়াদি সংযত করা, এবং সহনশীলতা, সরলতা, শুচিতা, জ্ঞান, সততা, বৈদিক জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অনুশীলন। বর্তমান যুগে আবশ্যকীয় গুণগত যোগ্যতাগুলি বিবেচনা করা হচ্ছে না এবং মিথ্যা জন্মগত-অধিকারের দাবি *রামচরিতমানসের* রচয়িতা এক দক্ষ সুকবির দ্বারাও সমর্থিত হচ্ছে।

কলির প্রভাবে এই সবই হচ্ছে। তাই গাভীরূপী ধরণী দেবী শোচনীয় অবস্থার জন্য শোক করছিলেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

ব্রহ্মাদয়ো বহু তিথং যদপাঙ্গমোক্ষ-
কামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎ প্রপন্নাঃ ।
সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায়
যৎ পাদ সৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা ॥ ৩২ ॥
তস্যাহমঙ্ঘ্রকুলিশাঙ্কুশকেতুকেতৈঃ
শ্রীমৎপদৈর্ভগবতঃ সমলঙ্কৃতাঙ্গী ।
ত্রীনত্যরোচ উপলভ্য ততো বিভূতিং
লোকান্ স মাং ব্যসৃজ্যদুৎস্ময়তীং তদন্তে ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্ম-আদয়ঃ—ব্রহ্মা আদি দেবতা; **বহু-তিথম্**—বহুদিন; **যৎ**—লক্ষ্মীদেবীর; **অপাঙ্গ মোক্ষ**—কৃপাদৃষ্টি; **কামা**—কামনা করে; **তপঃ**—তপস্যা; **সমচরন্**—আচরণ করেছিলেন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **প্রপন্নাঃ**—শরণাগত হয়ে; **সা**—তিনি (লক্ষ্মীদেবী); **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **স্ববাসম্**—তাঁর নিজ আলয়; **অরবিন্দবনম্**—পদ্মবন; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **যৎ**—যার; **পাদ**—পদদ্বয়; **সৌভগম্**—আনন্দময়; **অলম্**—নিঃসংশয়ে; **ভজতে**—ভজনা করেন; **অনুরক্তা**—অনুরক্ত হয়ে; **তস্য**—তাঁর; **অহম্**—আমি; **অব্জ**—পদ্মফুল; **কুলিশ**—বজ্র; **অঙ্কুশ**—হস্তীচালনার দণ্ড; **কেতু**—পতাকা; **কেতৈঃ**—চিহ্নাদির দ্বারা; **শ্রীমৎ**—সমগ্র ঐশ্বর্যের অধীশ্বর; **পদৈঃ**—পদদ্বয়ের দ্বারা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **সমলঙ্কৃত-অঙ্গী**—যাঁর দেহ অলংকার দ্বারা সজ্জিত; **ত্রীন্**—তিন; **অতি**—অত্যন্ত; **অরোচে**—সুন্দরভাবে সজ্জিত; **উপলভ্য**—অনুভব করে; **ততঃ**—তারপর; **বিভূতিম্**—বিশেষ শক্তিরাজি; **লোকান্**—গ্রহলোকসমূহ; **সঃ**—তিনি; **মাম্**—আমাকে; **ব্যসৃজৎ**—পরিত্যাগ করেছেন; **উৎস্ময়তীম্**—গর্ববোধ করায়; **তদন্তে**—অবশেষে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতারা ভগবানের শরণাগত হওয়া সত্ত্বেও যে লক্ষ্মীদেবীর কিঞ্চিৎ করুণাকটাক্ষ লাভের আশায় বহুকাল তপস্যা করেছিলেন, সেই লক্ষ্মীদেবী তাঁর নিবাসস্থল পদ্মবন পরিত্যাগ করে অত্যন্ত অনুরাগ সহকারে যে শ্রীকৃষ্ণের নির্মল চরণকমলের সৌন্দর্য নিরন্তর সেবা করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম আদি চিহ্নে চিহ্নিত শ্রীচরণের দ্বারা আমি সম্যক্‌রূপে অলংকৃত হয়ে ছিলাম, তখন ত্রিলোকের সমস্ত সৌন্দর্যই আমার সৌন্দর্যের কাছে পরাজিত হয়েছিল, কেননা আমি তখন ভগবানের কাছ থেকে বিভূতি লাভ করেছিলাম। তারপর যখন সেই বিভূতি নাশের সময় উপস্থিত হল, তখন আমার বড় গর্ব হল। বোধ হয়, সেই গর্ব খর্ব করার জন্যই ভগবান আমাকে ত্যাগ করেছেন।

তাৎপর্য

পৃথিবীর সৌন্দর্য এবং সমৃদ্ধি ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল বর্ধিত হতে পারে, কোনও মানুষের পরিকল্পনার মাধ্যমে নয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে যখন প্রকট হয়েছিলেন, তখন ধরিত্রী তাঁর শ্রীপাদপদ্মের মঙ্গলময় চিহ্নসমূহের দ্বারা বিভূষিতা হয়েছিলেন, এবং তাঁর এই বিশেষ কৃপার প্রভাবে সারা পৃথিবী পরিপূর্ণ

হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ, নদী, সাগর, অরণ্য, পর্বত এবং খনিগুলি, যা মানুষ এবং পশুদের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করে, তাদের কর্তব্য পূর্ণরূপে সম্পাদন করছিল।

তাই পৃথিবীর ঐশ্বর্য ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিলোকের অন্য সমস্ত গ্রহের ঐশ্বর্যকে অতিক্রম করেছিল। তাই সকলেরই প্রার্থনা করা উচিত যেন ভগবানের কৃপা সর্বদাই পৃথিবীর উপর বিরাজমান থাকে যাতে আমরা সকলেই তাঁর অহৈতুকী কৃপা লাভ করতে পারি এবং জনগণের সমস্ত অভাব পূর্ণ করে যথার্থ সুখ আস্বাদন করতে পারি।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে ভগবান যখন পৃথিবীতে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করার পর তাঁর স্বীয় ধামে ফিরে যান, তখন কি করে তাঁকে এখানে ধরে রাখা যায়? তার উত্তর হচ্ছে যে, ভগবানকে ধরে রাখার কোন কারণ নেই। ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান বলে সত্যিই আমরা যদি তাঁকে চাই, তা হলে তিনি আমাদের সঙ্গেই উপস্থিত থাকতে পারেন। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদি ভক্তিসেবার দ্বারা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদিত হলে ভগবান সর্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

এই জগতে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে ভগবান যুক্ত নন। কিভাবে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা যায় এবং অপরাধশূন্য সেবার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের অবশ্যই শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত শব্দ ব্রহ্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। ভগবানের নাম এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন, এবং যাঁরা নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করেন তাঁরা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করতে পারেন যে, ভগবান তাঁদের সম্মুখে রয়েছেন।

বেতার তরঙ্গের মাধ্যমেও আংশিকভাবে শব্দের আপেক্ষিকতা উপলব্ধি করা যায়, তেমনই ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এই যুগে, কলির কলুষিত প্রভাবে যখন সব কিছুই দূষিত হয়ে গেছে, শাস্ত্র তখন ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পন্থা প্রদর্শন করে গেছেন। এই দিব্য নাম উচ্চারণের ফলে আমরা তৎক্ষণাৎ জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারি এবং চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি। ভগবানের শুদ্ধ নাম কীর্তনকারী ভগবদ্ভক্ত ভগবানেরই মতো মঙ্গলময়, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর আন্দোলনের ফলে অচিরেই পৃথিবীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার পরিবর্তন হয়। শুধুই ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত সংকীর্তনের প্রচারের ফলে কলির প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৪

যো বৈ মমাতিভরমাসুরবংশরাজ্ঞা-
মক্ষৌহিণীশতমপানুদদাত্মতন্ত্রঃ ।
ত্বাং দুঃস্থমূনপদমাত্মনি পৌরুষেণ
সম্পাদয়ন্ যদুষু রম্যমবিভ্রদঙ্গম্ ॥ ৩৪ ॥

যঃ—যিনি; **বৈ**—অবশ্যই; **মম**—আমার; **অতিভরম্**—অত্যন্ত ভারী; **আসুর-বংশ**—নাস্তিকগণ; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **অক্ষৌহিণী**—অক্ষৌহিণী; **শতম্**—শত শত; **অপানুদৎ**—স্পর্শ করেছিলেন; **আত্মতন্ত্রঃ**—স্বয়ং সম্পূর্ণ; **ত্বাম্**—আপনাকে; **দুঃস্থম্**—দুর্দশাগ্রস্ত; **ঊনপদম্**—দাঁড়াবার মতো শক্তিও যাদের নেই; **আত্মনি**—অন্তরঙ্গা; **পৌরুষেণ**—শক্তি দ্বারা; **সম্পাদয়ন্**—সম্পাদন করার জন্য; **যদুষু**—যদুকুলে; **রম্যম্**—অপ্রাকৃত সৌন্দর্যমণ্ডিত; **অবিভ্রৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **অঙ্গম্**—দেহ।

অনুবাদ

হে মূর্তিমান ধর্ম, আমি যখন অসুরবংশীয় রাজাদের শত শত অক্ষৌহিণী* রূপ গুরুভারে আক্রান্ত হয়েছিলাম, তখন ভগবান সেই অসুরদের সংহার করে আমার গুরুভার হরণ করেছিলেন। তেমনই তুমি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন (পাদত্রয় বিহীন হয়ে) দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়েছিলে, তখন তোমাকে সুস্থ করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করে পরম রমণীয় শরীর ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

অসুরেরা অন্যের সর্বনাশ করেও তাদেরই ইন্দ্রিয় সুখ ভোগময় জীবন যাপন করতে চায়। তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করার মানসে অসুরেরা, বিশেষ করে নাস্তিক রাজারা অথবা রাষ্ট্রনেতারা, সর্বপ্রকার মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজে যুদ্ধ বাধায়। তাদের নিজেদের গৌরব ঘোষণা করা ছাড়া আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না, তার ফলে সর্ব প্রকার অবাঞ্ছিত সামরিক শক্তির ভারে বসুন্ধরা ভারাক্রান্ত হন।

---

*এক অক্ষৌহিণী সৈন্যবাহিনীতে ২১,৮৭০টি রথ, ২১,৮৭০টি হাতি এবং ১,০৬,৯৫০ জন পদাতিক সৈন্য এবং ৬৫,৬০০জন অশ্বারোহী সৈন্য থাকত।

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যারা ধর্মপরায়ণ, বিশেষ করে ভক্ত বা দেবতারা, তাঁরা অত্যন্ত অসুখী হন। তখন পরমেশ্বর ভগবান অবাঞ্ছিত অসুরদের সংহার করার জন্য এবং যথার্থ ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য অবতীর্ণ হন। সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁর সেই কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

কা বা সহেত বিরহং পুরুষোত্তমস্য
প্রেমাবলোকরুচিরস্মিতবল্গুজল্পৈঃ ।
স্থৈর্যং সমানমহরন্মধুমানিনীনাং
রোমোৎসবো মম যদঙ্ঘ্রি বিটঙ্কিতায়াঃ ॥ ৩৫ ॥

কা—কে; **বা**—অথবা; **সহেত**—সহ্য করতে পারে; **বিরহম্**—বিরহ; **পুরুষোত্তমস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রেম**—প্রেম; **অবলোক**—দৃষ্টি; **রুচিরস্মিত**—মধুর হাস্য; **বল্গুজল্পৈঃ**—মধুর আলাপ; **স্থৈর্যম্**—গাম্ভীর্য; **সমানম্**—অভিমান সহ; **অহরৎ**—জয় করেছিলেন; **মধু**—প্রেয়সীদের; **মানিনীনাম্**—সত্যভামা আদি রমণীদের; **রোমোৎসবঃ**—রোমাঞ্চকর; **মম**—আমার; **যৎ**—যার; **অঙ্ঘ্রি**—পাদপদ্ম; **বিটঙ্কিতায়াঃ**—চিহ্নিত।

অনুবাদ

যিনি প্রেমপূর্ণ অবলোকন, রুচির হাস্য ও মধুর সম্ভাষণ করলে, সত্যভামা প্রভৃতি মধুমানিনী কামিনীগণ ধৈর্য ও মান হারাতেন, যাঁর চরণ-চিহ্নে অলংকৃত হয়ে এবং চরণ স্পর্শ অনুভব করে আমার অঙ্গ পুলকিত হত, সেই পুরুষোত্তম ভগবানের বিরহ কে সহ্য করতে পারে?

তাৎপর্য

ভগবান যখন তাঁর আলয়ে অনুপস্থিত থাকতেন, তখন তাঁর সহস্র সহস্র মহিষীর কাছ থেকে তাঁর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সর্বদাই তাঁর পাদপদ্মে স্পর্শধন্যা ধরিত্রী কখনোই বিরহ অনুভব করতেন না। কিন্তু ভগবান যখন এই পৃথিবী ত্যাগ করে তাঁর চিন্ময় ধামে ফিরে গেলেন, তখন ধরিত্রী আরও গভীর ভাবে বিরহ বেদনা অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

তয়োরেবং কথয়তোঃ পৃথিবীধর্ময়োস্তদা ।
পরীক্ষিন্নাম রাজর্ষিঃ প্রাপ্তঃ প্রাচীং সরস্বতীম্ ॥ ৩৬ ॥

তয়োঃ—তাঁদের মধ্যে; **এবম্**—এইভাবে; **কথয়তোঃ**—কথোপকথন; **পৃথিবী**—পৃথিবী; **ধর্ময়োঃ**—এবং মূর্তিমান ধর্ম; **তদা**—তখন; **পরীক্ষিৎ**—পরীক্ষিৎ মহারাজ; **নাম**—নামক; **রাজর্ষি**—রাজর্ষি; **প্রাপ্তঃ**—উপস্থিত হলেন; **প্রাচীম্**—পূর্বদিকবাহিনী; **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদী।

অনুবাদ

পৃথিবী এবং ধর্ম যখন পরস্পর এইভাবে কথোপকথন করছিলেন, তখন পরীক্ষিৎ নামক রাজর্ষি পূর্বদিকবাহিনী সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন।

ইতি 'শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের "কিভাবে পরীক্ষিৎ কলিযুগের সম্মুখীন হন" নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।